ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-279 ■ 9 July, 2026 ■ আগরতলা ৮ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ২৪ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টানা বর্ষণে রাজ্যে বন্যা-ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০০ বাড়ি, ২২টি ত্রাণ শিবিরে ২৫৮৯ জন

বাড়ছে নদীর জল, ছামনুতে সর্বোচ্চ ১৩৯.২ মিমি বৃষ্টিপাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / তেলিয়ামুড়া / কোয়াই / ধর্মনগর / কাঠালিয়া, ৮ জুলাই ।। টানা ভারী বর্ষণের জেরে ত্রিপুরার একাধিক জেলায় বন্যা, ভূমিধস এবং ঝড়ে জনজীবন ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। রাজ্য জরুরি পরিচালন কেন্দ্র-এর প্রকাশিত সর্বশেষ দৈনিক পরিস্থিতি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে উদ্বেগজনক চিত্র। প্রবল বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন জেলায় সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে, শতাধিক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে।

যদিও উত্তর ত্রিপুরা, উনকোটি, সিপাহিজলা, পশ্চিম ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি, তবে ধলাই, খোয়াই এবং গোমতী জেলায় পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে ধলাই জেলায় একাধিক স্থানে ভূমিধসের ঘটনা এবং খোয়াই জেলায় গাছ উপড়ে পড়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

ধলাই জেলায় সবচেয়ে বেশি

ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ধলাই জেলার আমবাসা ও লংতরাইভ্যালি মহকুমায় ভারী বৃষ্টির ফলে একাধিক স্থানে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের উৎপলনগর মোড় এলাকায় ভূমিধসের কারণে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে এনএইচআইডিসিএল-এর উদ্যোগে রাস্তা পরিষ্কার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। একইভাবে হারিনছড়া-গঙ্গানগর সড়কেও ভূমিধসের জেরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও পিডব্লিউডি, বনদপ্তর এবং সিভিল ডিফেন্সের যৌথ প্রচেষ্টায় রাস্তা পরিষ্কার করা হয়।

লংতরাইভ্যালি মহকুমার চৈলেংটা-চাওমনু সড়ক, মনু-এস কে পাড়া সড়ক, এনএইচ-০৮-এর এস কে পাড়া-বিধ্যামণিক পাড়া এলাকা এবং সিএমএন-থালছড়া সড়কেও ভূমিধসের কারণে যান চলাচল ব্যাহত হয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির তৎপরতায় অধিকাংশ সড়ক ইতিমধ্যেই চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে।

ক্ষয়ক্ষতির নিরিখে আমবাসা মহকুমায় ১ বাড়ি সম্পূর্ণ, ৩টি বাড়ি

☛ ৩ এর পাতায় দেখুন

১৪ জুলাই পর্যন্ত ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বে ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা

গুয়াহাটি/আগরতলা, ৮ জুলাই (আইএএনএস) ।। আগামী ১৪ জুলাই পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে ব্যাপক থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। বিশেষ করে অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ এবং ত্রিপুরায় প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে আবহাওয়া সংস্থা সতর্কতা জারি করেছে। আইএমডির বুধবার প্রকাশিত বুলেটিনে বলা হয়েছে, বুধবার এবং আগামী ১০ থেকে ১৪ জুলাইয়ের মধ্যে অসম ও মেঘালয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিও হতে পারে।

এছাড়া ১০ থেকে ১৪ জুলাই অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সময়ে নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায়ও ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।

এদিকে, অরুণাচল প্রদেশে নতুন করে শুরু হওয়া ভারী বর্ষণের জেরে একাধিক জেলায় আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের ২৬টি জেলার ৯৪ হাজার ২০০-রও বেশি মানুষ এই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

ইটানগরের স্টেট এমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (এসইওসি)-এর তথ্য অনুযায়ী, চাংলাং জেলায় প্রবল বৃষ্টির ফলে ভূমিধস ও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। আপার সুবনসিরি এবং আপার সিয়াং জেলাও বন্যা ও একাধিক ভূমিধসে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পূর্ব কামেং জেলায় টানা বৃষ্টির কারণে পাথর ধসের ঘটনাও ঘটেছে।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ইরানে আরও সামরিক হামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের নৌ-অবরোধের ইঙ্গিত

আঙ্কারা, ৮ জুলাই (আইএএনএস) ।। ইরান হামলা অব্যাহত রাখলে যুক্তরাষ্ট্র আরও বড় সামরিক অভিযান চালাতে প্রস্তুত রয়েছে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একই সঙ্গে প্রয়োজনে ইরানের বিরুদ্ধে পুনরায় নৌ অবরোধ (নেভাল ব্লকেড) জারি করারও ইঙ্গিত দেন তিনি। তবে পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও কূটনৈতিক যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না বলেও জানান ট্রাম্প।

আঙ্কারায় ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটে এবং পরে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে পৃথক বৈঠকের সময় ট্রাম্প সাম্প্রতিক মার্কিন সামরিক অভিযানের পক্ষে সওয়াল করেন। ট্রাম্পের অভিযোগ, শেষকৃত্যের সময় সাময়িকভাবে সামরিক অভিযান স্থগিত রাখার অনুরোধ করেছিল ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্র তা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এরপর তেহরান আবার হামলা শুরু করে।

তিনি বলেন, তারা আমাদের অনুরোধ করেছিল শেষকৃত্যের সময় যেন হামলা না করা হয়। আমরা তা মান্য করেছি। বরং তাদের জন্য পরিস্থিতি নিরাপদও করেছি। কিন্তু পরে তারা আবার জাহাজ লক্ষ্য করে রকেট হামলা শুরু করে। ট্রাম্প জানান, এর জবাবে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর আরও কঠোর সামরিক হামলা চালিয়েছে।

তিনি বলেন, গত রাতে আমরা তাদের ওপর খুবই কঠোর হামলা চালিয়েছি। আমি তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিতোমরা যতবার হামলা করবে, আমরাও ততবার পাল্টা আঘাত হানব। আরও হামলা চালানো হবে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক জলপথে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলায় উদ্বেগ ভারতের

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (আইএএনএস) ।। পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক হামলা এবং ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল ভারত। আন্তর্জাতিক জলপথে বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে লক্ষ্য করে নতুন করে হামলার ঘটনায় আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিদেশ মন্ত্রক।

বুধবার গভীর রাতে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে বলেন, পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক হামলা এবং উত্তেজনা বৃদ্ধির ঘটনায় ভারত গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আন্তর্জাতিক জলপথে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে লক্ষ্য করে হামলার ফলে আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ভারত সব পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন, উত্তেজনা প্রশমিত করা, বেসামরিক মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জ্বালানি সরবরাহ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখার আহ্বান জানাচ্ছে। সংঘাতের স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে পুনরায় সংলাপ ও কূটনীতির পথে ফেরার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

এদিকে, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে কার্যত যুদ্ধবিরতি ভেঙে গেছে। এরপর ইরানে নতুন করে মার্কিন সামরিক হামলার ফলে জ্বালানি সরবরাহ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি, প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ফিরছেন জিবি'র চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। ত্রিপুরা সরকারের প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিষিদ্ধ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার বিষয়ে এখনও বিস্তারিত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ায় আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ (এজিএমসি) ও জিবি পন্ত হাসপাতালের চিকিৎসক এবং অধ্যাপকরা সাময়িকভাবে পুনরায় ব্যক্তিগত চেম্বারে রোগী দেখা শুরু করেছেন।

রাজ্য মন্ত্রিসভা সম্প্রতি জিবি হাসপাতালের চিকিৎসকদের বেসরকারি প্র্যাকটিসে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও, কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা হবে সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও বিস্তারিত সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়নি। সরকারের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে চিকিৎসকরা গত দুই সপ্তাহ ধরে ব্যক্তিগত চেম্বারে রোগী দেখা বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না হওয়ায় এজিএমসি টিচার্স ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে অন্তর্বর্তীকালীন সিদ্ধান্ত হিসেবে চিকিৎসকদের পুনরায় ব্যক্তিগত প্র্যাকটিস চালুর অনুমোদন দেওয়া হয়।

ফোরামের এক পদাধিকারী জানান, দীর্ঘদিন ধরে যেসব রোগী নির্দিষ্ট চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা নিচ্ছেন, তাঁদের চিকিৎসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সরকার চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করলেই এই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হবে। তিনি আরও জানান, কর্মরত চিকিৎসকদের সামনে দুটি বিকল্প রাখা হয়েছে। কেউ চাইলে স্থায়ীভাবে ব্যক্তিগত প্র্যাকটিস বন্ধ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুই শোকাহত পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী, আর্থিক সহায়তা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুটি পৃথক মর্মান্তিক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াল ত্রিপুরা সরকার। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন।

কিছুদিন আগে আগরতলার রামনগর এলাকায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে শুভ্রজিৎ চৌধুরীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গভীর শোকপ্রকাশ করেন। পরে মৃতের স্ত্রী রেশমী সাহার হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মার্কিন শুল্ক প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা ভারতের

ওয়াশিংটন, ৮ জুলাই (আইএএনএস) ।। ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১২.৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের মার্কিন প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করল ভারত। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) সেকশন ৩০১-সংক্রান্ত শুনানিতে ভারত জানিয়েছে, এই তদন্তের কোনও শক্তিশালী আইনি বা বাস্তবভিত্তিক ভিত্তি নেই এবং প্রস্তাবিত শুল্ক কার্যকর হলে সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হবে, অথচ জোরপূর্বক শ্রম (ফোর্সড লেবার) রোধের মূল উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।

শুনানিতে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের প্রতিনিধি ড. ব্রিজ মোহন বলেন, ভারতজুড়ে প্রায় সব ধরনের আমদানির ওপর ১২.৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সুপারিশ করার ক্ষেত্রে ইউএসটিআর প্রয়োজনীয় আইনি মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি। পাশাপাশি, ভারতের নীতির কারণে মার্কিন বাণিজ্যের কোনও ক্ষতি হয়েছে, এমন প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়নি। তিনি বলেন, ইউএসটিআরের সুপারিশ মূলত সামগ্রিক বাণিজ্যিক প্রবণতার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোনও

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ট্রাফিককর্মীকে গাড়ির বনেটে তুলে নিয়ে পালাল চালক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। রাজধানী বটতলা এলাকায় বৃহস্পতিবার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, এক পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করার সময় ট্রাফিক পুলিশের হাতে আটক হয় একটি গাড়ি। সেই সময় গাড়ির চালক ট্রাফিক বিভাগের এ এস আই বিপ্লব দত্তকে গাড়ির বনেটের ওপর তুলে বেপরোয়া গতিতে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ট্রাফিক পুলিশের অন্যান্য কনস্টেবল এবং বটতলা এলাকার ব্যবসায়ীরা গাড়িটি থামানোর চেষ্টা করলেও চালক কারও কথা না শুনে এএসআইকে বনেটের

☛ ৭ এর পাতায় দেখুন

সংগঠন মজবুত করতে বড়সড় রদবদল হচ্ছে কংগ্রেসে

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (আইএএনএস) ।। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে বড় সাংগঠনিক রদবদলের ঘোষণা করল অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের অনুমোদনে বুধবার দলের সাধারণ সম্পাদক ও বিভিন্ন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের নতুন নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পকসো মামলায় আসামীর ২০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে দায়ের হওয়া একটি পকসো মামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আগরতলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত (কোর্ট নং-৩)। একইসঙ্গে অভিযুক্তকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির নাম গোপাল ঘোষ (৫৫)। তিনি আগরতলার এয়ারপোর্ট থানাধীন আনন্দনগর, হাতখোলা কলোনি, বৈশ্যপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

ঘটনার সূত্রপাত ২০২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি। অভিযোগ অনুযায়ী, ওইদিন দুপুর প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ অভিযুক্ত গোপাল ঘোষ নাবালিকাকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাইরুপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুন এনকাউন্টারে খতম অভিযুক্ত

কলকাতা, ৮ জুলাই (আইএএনএস) ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ১২ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এক চাঞ্চল্যকর

মোড়। পুলিশি হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করার সময় পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু হলো মামলার প্রথম গ্রেফতার হওয়া মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের। বুধবার ভোরে এই ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত অভিযুক্ত এক পুলিশ কর্মীর সার্ভিস রাইফেল কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করার সময় পুলিশের পাল্টা গুলিতে নিহত হয়।

রাজ্য পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণের (ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন) জন্য প্রভাসকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে আচমকাই সে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ কর্মীর সার্ভিস রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে অন্ধকারের সুযোগে পালানোর চেষ্টা করে।

পুলিশ ধাওয়া করলে, প্রভাস ছিনিয়ে নেওয়া রাইফেল থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। আত্মরক্ষার্থে এবং তাকে রুখতে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রভাসকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গত রবিবার সকালে বারুইপুরের সূর্যপুর এলাকার একটি পুকুর থেকে ওই ১২ বছরের নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, তাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করার পর খুন করা হয়েছে। এই ঘটনার পর গোটা এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে পথ অবরোধ এবং তুমুল বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং ঘটনার তদন্তে একটি ৬ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার দিন রবিবার সন্ধ্যায় প্রথম প্রভাস মণ্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশি জেরায় প্রভাস প্রথমে তদন্তে সহযোগিতা না করলেও এবং বারবার বয়ান পাল্টালেও, পরে তার সূত্র ধরেই ঘটনার মূল চক্রী আনন্দ সর্দার এবং আরও এক অভিযুক্ত দিবাকর সরকারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। স্থানীয়দের বয়ান অনুযায়ী, শনিবার নিখোঁজ হওয়ার আগে ওই নাবালিকাকে প্রভাসের সঙ্গেই শেষবার দেখা গিয়েছিল। আজ ভোরে ঘটনার সম্পূর্ণ যোগসূত্র মেলাতে এবং প্রভাস ঠিক কী ভূমিকা পালন করেছিল তা খতিয়ে দেখতেই তাকে নিয়ে সূর্যপুরের ওই এলাকায় গিয়েছিল সিট-এর গোয়েন্দারা। সেখানেই এই এনকাউন্টারের ঘটনাটি ঘটে।

আজ ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ

রাজ্যে এলেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার আসছেন জোতিরাদিত্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার অ্যাম্বাসাডর মো. রিয়াজ হামিদুল্লাহ বুধবার আগরতলা রেলস্টেশনে পৌঁছেছেন। এদিন স্টেশনে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও ও আগরতলার বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের প্রতিনিধিরা।

জানা গেছে, আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ"-এ অংশগ্রহণ করবেন

☛ ৭ এর পাতায় দেখুন

মনশ্রীর উন্নত চিকিৎসায় উদ্যোগ সাংসদ বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। গুরুতর অসুস্থ ছোট্ট মনশ্রীর উন্নত চিকিৎসার জন্য উদ্যোগ নিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। মনশ্রীর বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বলে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের খোঁজখবর নেন তিনি এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

জানা গেছে, মনশ্রীর বাবার অনুরোধের ভিত্তিতে এইমস-এ নির্ধারিত চিকিৎসার অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ এগিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি শিশুটির চিকিৎসা যাতে দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এদিকে, মনশ্রীর চিকিৎসায় কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আজ সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার

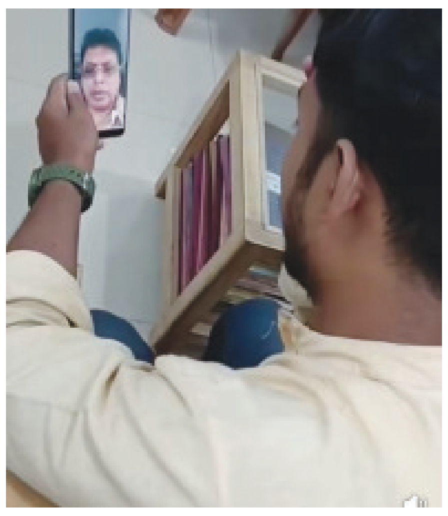

কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা-র সঙ্গেও সরাসরি কথা বলবেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

জানা গেছে, মনশ্রীর বাবার অনুরোধের ভিত্তিতে এইমস -এ চিকিৎসার জন্য, এই ব্যাধির সিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শ্যাফালি গালোটির নির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ এগিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছেন। পাশাপাশি, বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সঙ্গেও প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে।

এদিকে, মনশ্রীর বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা চেয়ে শ্রী দেবের নিকট মনশ্রীর জীবনরক্ষাকারী ওষুধটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা-র অনুমোদনের মাধ্যমে ভারত সরকারের উদ্যোগে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ৯ জুলাই, ২০২৬ ইং
২৪ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

শঙ্কিত চিন-পাকিস্তান

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত ক্রমশ শক্তিশালী হইতেছে। তাহাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভারত সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হইতেছে। বিশেষ করিয়া শত্রুপক্ষ দেশগুলি এই ধরনের প্রয়াসের ফলে রীতিমতো আতঙ্কিত। ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে আরো গতিশীল করিতে দেশের সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। দেশের বিজ্ঞানীরা ও তাদের চর্চাকে আরো গতিশীল করিয়া উন্নত প্রয়াস জারি রাখিয়াছেন। সার্বিক প্রয়াসের ফসল হিসাবেই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত সাফল্যের মুখ দেখিতেছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ওড়িশার চাঁদিপুরের ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ থেকে পিনাকা লং রেঞ্জ গাইডেড রকেটের সফল পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়াছে। এই অত্যাধুনিক রকেট সিস্টেমের সফল উৎক্ষেপণ ভারতের সামরিক শক্তিকে বহুগুণ বাড়াইয়া দিযয়াছে, যাহা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেশী দুই প্রতিপক্ষ চীন ও পাকিস্তানের জন্য উদ্বেগের বড় কারণ।রকেটটি তার নিখুঁত ট্রাজেক্টরি বজায় রাখিয়া অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানিয়াছে। এই পরীক্ষায় সিস্টেমটির ন্যূনতম ৬০ কিলোমিটার স্ট্রাইক রেঞ্জের কার্যকারিতা যাচাই করা হইয়াছে। এর আগে এর ১২০ কিমি দূরপাল্লার সংস্করণেরও সফল পরীক্ষা চালানো হইয়াছিল।সবচেয়ে বড় সুবিধা হইলো, সেনাবাহিনীতে বর্তমানে ব্যবহৃত পিনাকা লঞ্চার থেকেই এই দূরপাল্লার গাইডেড রকেটটি ছোঁড়া সম্ভব, যাহা যুদ্ধক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা দেবে। এটি ভারতের আত্মনির্ভরতার এক বিরাট প্রতীক। এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরি যৌথভাবে এর নকশা ও তৈরি করিয়াছে।এই সিস্টেমের অন্তর্ভুক্তির ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত এলাকায় আরও বেশি আগ্রাসী ও নিখুঁত আক্রমণ চালাইতে সক্ষম হইবে।

সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি পিনাক হইল 'মাল্টি ব্যারেল রকেট লঞ্চার'। দূরপাল্লার পিনাক রকেট সিস্টেমের সফল পরীক্ষা করিল ভারত। বিশ্বের প্রতিরক্ষা বাজারে চাহিদা তৈরি হওয়া পিনাক-এর ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ হইল ওড়িশার চাঁদিপুরে। ন্যূনতম ৬০ কিলোমিটার পাল্লার রকেট পরীক্ষা করা হইয়াছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানাইয়াছে, ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) ৮ জুলাই চাঁদিপুরে ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জে পিনাক লং-রেঞ্জ গাইডেড রকেটের সফল পরীক্ষা করিয়াছে। ডিআরডিও বিজ্ঞানীরা জানাইয়াছেন, প্রতি ক্ষেত্রে আগেই ঠিক করা গতিপথ ধরিয়া নিখুঁত ভাবে লক্ষ্যে আঘাত হানিয়াছে পিনাক থেকে ছোড়া রকেট। ডিআরডিও আরও জানাইয়াছে, মোতায়েন করা সমস্ত পরিমাপক যন্ত্র ক্ষেপণাস্ত্রটির উড়ানের গোটা সময়জুড়িয়া গতিপথ পর্যবেক্ষণ করিয়াছে। এদিনের সফল পরীক্ষার পর ডিআরডিও ও ভারতীয় সেনাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।মাল্টি ব্যারেল রকেট লঞ্চার সিস্টেম পিনাক-এর দু'টি প্যাড রহিয়াছে। যাহার প্রতিটিতে ৬টি করিয়া রকেট রহিয়াছে। ৪৫ সেকেন্ডের মধ্যে ১২টি রকেট ছুড়িতে পারে এই লঞ্চার। পিনাক-এর আগের পাল্লা ছিল ৪০-৪৫ কিলোমিটার। বর্তমানে সেটি বাড়িয়া হইয়াছে ৭৫-৯০ কিলোমিটার। ট্রাকে চাপিয়ে সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়া যাওয়া যায়। এই কারণেই আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা বাড়িতেছে।

দোকানে দুঃসাহসিক চুরি, উধাও ২৫টি ব্যাটারি ও নগদ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জুলাই : উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরের রাজবাড়ি এলাকায় ফের একটি দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে অশোক নন্দীর দোকানকে লক্ষ্য করে এই চুরির ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, রাতের অন্ধকারে দুর্বৃত্তরা দোকানের টিন ও ফলস সিলিং কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর দোকান থেকে প্রায় ২৫টি ব্যাটারি এবং ক্যাশবাক্সে থাকা প্রায় ২ থেকে আড়াই হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। মঙ্গলবার সকালে দোকান খুলে লন্ডভন্ড অবস্থা দেখে দোকান মালিক ধর্মনগর থানায় খবর দেন।

দোকানে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় চুরির দৃশ্য ধরা পড়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে।

একের পর এক চুরির ঘটনায় রাজবাড়ি এলাকার ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, চুরি রোধে রাতের পুলিশি টহল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হোক।

শহীদ অরুণ দেবের স্মৃতিতে এসএফআই-এর রক্তদান শিবির

আগরতলা, ৮ জুলাই: ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই)-এর সদর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার মেলারমাঠস্থিত ছাত্র-যুব ভবনে আয়োজিত হলো এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। ত্রিপুরায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামের নায়ক শহীদ অরুণ দেবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সিপিআই(এম)-এর সম্পাদক রতন দাস, এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি প্রীতম শীলসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। অনুষ্ঠানে বক্তারা শহীদ অরুণ দেবের সংগ্রামী জীবন, আদর্শ এবং ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে শহীদ অরুণ দেবের আত্মত্যাগ ও আদর্শকে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি সমাজের কল্যাণে মানবিক উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই এই ধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন বহু স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান কর্মসূচিতে অংশ নেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

এসএমএ-আক্রান্ত শিশু মানশ্রীর পাশে 'সৎ ভাবনা', ৮৬ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান

আগরতলা, ৯ জুলাই: দুরারোগ্য স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি (এসএমএ) রোগে আক্রান্ত ২২ মাসের শিশু মানশ্রী চৌধুরীর চিকিৎসার জন্য মানবিক উদ্যোগে এগিয়ে এল সামাজিক সংগঠন 'সৎ ভাবনা'। বুধবার সংগঠনের পক্ষ থেকে শিশুটির পরিবারের হাতে ৮৬ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে, মাত্র ২২ মাস বয়সী মানশ্রী একটি জটিল ও বিরল রোগে আক্রান্ত। তার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। ইতোমধ্যেই শিশুটির চিকিৎসার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও একাধিক সংগঠন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই 'সৎ ভাবনা' সংগঠন আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। সংগঠনের সদস্যরা জানান, শিশুটির চিকিৎসা ব্যয় অত্যন্ত বেশি হওয়ায় শুধুমাত্র একটি পরিবারের পক্ষে সেই ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। তাই মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে সংগঠনের উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ করে পরিবারের হাতে ৮৬ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক প্রকল্প কি কেবলই খয়রাতি নাকি সুশাসনের চাবিকাঠি ?

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

নির্বাচন আসে; নির্বাচন যায়। ব্যালট বাক্সের লড়াইয়ে কোন দল জিতল আর কে হারল; তার চেয়েও বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনা হয়ে দাঁড়ায় কে কত বড় বা কত বেশি সামাজিক প্রকল্পের ডালি সাজিয়ে বসতে পারল। 'অন্নপূর্ণা ভান্ডার' থেকে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' 'বিনামূল্যে রেশন' থেকে 'বার্ধক্য ভাতা 'আয়ুষ্মান ভারত' কিংবা 'প্রধানমন্ত্রী কৃষক যোজনা' থেকে 'কন্যাশ্রী'-- আধুনিক ভারতীয় রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি এখন এই সামাজিক কল্যাণকামী প্রকল্প গুলোই। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্নচিহ্ন তোলা জরুরী: এই সামাজিক প্রকল্প গুলো কি সত্যিই সাধারণ জনগণের দীর্ঘমেয়াদী আস্থা অর্জনে সফল হচ্ছে? নাকি এগুলো কেবল সাময়িক ভোট বৈতরণী পার হওয়ার সুচতুর কৌশল এবং সরকারের স্থায়িত্বের একমাত্র নির্ভরশীল রক্ষাকবচ? সরাসরি বলতে গেলে; সামাজিক প্রকল্প এবং জনমানসের আস্থার সম্পর্কটি দ্বিমুখী; জটিল এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল।

প্রথমত; আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে এক বিশাল জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক এবং প্রাত্যহিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি; সেখানে এই প্রকল্প গুলো কেবল 'রাজনীতি' নয়; জীবন ধারণের অন্যতম দৈনিক অবলম্বন। একটি দরিদ্র পরিবারের নারী যখন প্রতি মাসে নিশ্চিত ভাবে কিছু অর্থ সরাসরি নিজের ব্যাংক একাউন্টে হাতে পান; কোনো পরিবার যখন মাথার উপর একটা পাকা ছাদ পায়; কিংবা হঠাৎ নেমে আসা গুরুতর অসুস্থতায় 'আয়ুষ্মান ভারত' বা 'স্বাস্থ্য সাথী'-এর কার্ডটি পাশে ভরসা জোগায়— তখন রাষ্ট্রের প্রতি তাদের এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক এবং আবেগগত নির্ভরতা তৈরি হয়। রাষ্ট্রকে তখন আর কোনো দূরবর্তী; জটিল বা বিমূর্ত প্রশাসনিক কাঠামো মনে হয় না; মনে হয় এক পরম আশ্রয়দাতা এবং অভিভাবক। এই দৃশ্যমান সাহায্য ই সরকারের প্রতি এক নিবিড় আস্থার জন্ম দেয়। সাম্প্রতিককালের একাধিক জাতীয় এবং আঞ্চলিক নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে; প্রথাগত জাত-পাত; ধর্ম বা ভাবাদর্শের রাজনীতির চেয়েও লাভার্থী বা সুবিধাভোগী শ্রেণীর নীরব সমর্থন যেকোনো সরকারের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে অনেক বেশি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করছে। রাজনীতি বিজ্ঞানীদের পরিভাষায়; এটি হলো 'লাভার্থী অর্থনীতি' যা প্রথাগত ইনস্টিটিউশন- বিরোধী তীব্র হওয়াকেও অনায়াসে রুখে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

তবে মুদ্রার উল্টো পিঠটা ও সমান গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। সামাজিক প্রকল্প মানেই কি সরকারের নিষ্কণ্টক স্থায়িত্ব? ইতিহাস এবং সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি বলছে; তা একেবারেই নয়। যদি শুধুমাত্র ভাতার রাজনীতিই স্থায়িত্বের চাবিকাঠি হতো; তবে কোনো কল্যাণকামী সরকারকেই কখনো গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত হতে হতো না। জনগণের আস্থা অর্জনের মূল চালিকাশক্তি হলো প্রকল্পের 'স্বচ্ছতা' (Transparency) এবং 'ন্যায্যতা।' একটি কল্যাণমুখী প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও যদি তা পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ; দলবাজি; আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা কাঠ মানির মতো দুর্নীতির (Corruption) অভিযোগ ওঠে ; তবে তা আস্থার পরিবর্তে জনমানসে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। সাধারণ মানুষ যখন দেখেন যে প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি বা চরম দরিদ্র পরিবারটি বঞ্চিত হচ্ছে; অথচ রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশীল বা শাসকদলের ঘনিষ্ঠরা অনায়াসে সুবিধা পাচ্ছেন; তখন সেই প্রকল্প ই উল্টে সরকারের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ; কেবল প্রকল্পের মোড়ক উন্মোচন বা আকাশচুম্বী ঘোষণা করলেই মানুষের আস্থা মেলে না; প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার (যেমন 'ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার' বা (DBT); মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য দূরীকরণ এবং তার সফল ও সৎ রূপায়ণ ই আস্থার আসল ভিত্তি। এখানেই উঠে আসে এক গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট; যা নিয়ে আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলছে। কল্যাণকামী প্রকল্প আর 'খয়রাতি' বা 'পপুলিজম'-এর মধ্যে সুক্ষ কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ রেখা রয়েছে। সাময়িক আর্থিক অনুদান বা বিনামূল্যে খাদ্যশস্য হয়তো প্রান্তিক মানুষকে তাৎক্ষণিক স্বস্তি দেয় এবং দারিদ্র্যের চরম রুপকে সামাল দেয়; কিন্তু তা কখনো দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী কর্মসংস্থান বা দারিদ্র্য দূরীকরণের স্থায়ী বিকল্প হতে পারে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন আর্থিক সমীক্ষায় বারবার রাজ্যগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে যে; অণুৎপাদক খাতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় বা 'ফ্রিবি কালচার' (Freebie Culture) রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব ঘাটতি ও ঋণের বোঝা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়ে তোলে। কোনো সরকার যদি দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো উন্নয়ন; শিল্পায়ন; মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মূলধনী বিনিয়োগ (Capital Expenditure) এড়িয়ে শুধু সাময়িক ভাতার রাজনীতি দিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চায়; তবে তা একসময় বড়সড়ো 'সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়' ডেকে আনে। রাজকোষের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়লে শিক্ষা; স্বাস্থ্য; পরিকাঠামো বা রাস্তার মতো বুনিয়াদি ক্ষেত্রগুলো চরমভাবে অবহেলিত হয়।সচেতন নাগরিক সমাজ এবং করদাতা মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন এই বিপুল খরচের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। ফলে; যে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের লোভে দেদার প্রকল্প চালানো হচ্ছিল; অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের মুখে তাসের ঘরের একমতো ভেঙে পড়তে পারে। জনগণের প্রকৃত এবং দীর্ঘমেয়াদী আস্থা তখনই অর্জিত এবং বজায় থাকে; যখন এই সামাজিক প্রকল্প গুলো মানুষকে চিরকাল পরনির্ভরশীল না করে ক্রমান্বয়ে স্বনির্ভর করে তোলে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের 'ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ' (Capability Approach) বা সক্ষমতা বৃদ্ধির তত্ত্ব অনুযায়ী; রাষ্ট্রের মূল কাজ হওয়া উচিত মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও সামর্থ্য বাড়ানো; যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ; '১০০ দিনের কাজ (MGNREGA)' যদি শুধু কৃত্রিমভাবে গর্ত খোঁড়া আর বোজানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে স্থায়ী গ্রামীণ সম্পদ (Asset Creation) যেমন জলাশয় সংস্কার; গ্রামীন রাস্তা বা উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়; তবে তা গ্রামীন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে। একইভাবে; স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (Self Help Groups) মাধ্যমে নারীদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা করে তোলা গেলে তারা পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের 'কন্যাশ্রী'এর মত প্রকল্প যখন বাল্যবিবাহ রোধ করে ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার দিকে ধাবিত করে; তখন তা কেবল একটি বার্ষিক আর্থিক অনুদান থাকে না; তা হয়ে উঠে এক সুদূরপ্রসারী সামাজিক রূপান্তরের নীরব হাতিয়ার। জনগণ তখন মন থেকে বোঝেন যে সরকার তাদের কেবল দয়া বা খয়রাতি করছে না বরং তাদের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছে এবং সমাজে মর্যাদার সাথে বাঁচার স্থায়ী সুযোগ করে দিচ্ছে। এই আত্মমর্যাদা বোধই যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্বের সবচেয়ে মজবুত এবং দুর্ভেদ্য ভিত। পরিশেষে বলা যায়; সামাজিক প্রকল্প গুলো নিঃসন্দেহে আধুনিক রাষ্ট্রে জনগণের আস্থা অর্জন ও সরকারের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রভাবশালী; শক্তিশালী এবং নির্ভরশীল উপাদান। কিন্তু এই নির্ভরতা কখনই শর্তহীন বা চিরস্থায়ী নয়। প্রকল্পকে যদি কেবল নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য এবং ভোটের অংক মেলানোর 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করা হয়; তবে তার রাজনৈতিক মেয়াদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। কারণ; মানুষের চাহিদা পরিবর্তনশীল; আজকের ভাতা আগামীকালের কর্মসংস্থানের দাবির কাছে ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু; কল্যাণকামী প্রকল্প গুলোকে যদি সুশাসনের হাতিয়ার; মানবসম্পদ উন্নয়ন; জেন্ডার সমতা (Gender Equality) এবং সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের দীর্ঘমেয়াদি মাধ্যম হিসেবে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগ করা যায়— তবে তা শুধু একটি নির্দিষ্ট সরকারের স্থায়িত্বই নিশ্চিত করে না; বরং একটি সুস্থ; সবল ও পরিপক্ক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম দেয়। তাই আজ এই সত্যটিই উচ্চকণ্ঠে বলার সময় এসেছে— চেতনা দীপ্ত ভারতীয় নাগরিক সমাজ আজ সাময়িক দাক্ষিণ্য বা রাজনৈতিক অনুকম্পা নয়; বরং স্থায়ী সামাজিক মর্যাদা; আর্থিক নিরাপত্তা ও সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন চায়। আর যে সরকার এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে; জনগণের আস্থা এবং স্থায়িত্বের অধিকার কেবল তাদেরই থাকবে।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার
-৬২৯৫৫৩৩১০৭

বিনিয়োগে অত্যন্ত আকর্ষণীয় গন্তব্য হতে পারে বাংলাদেশ: যুক্তরাষ্টকে উপদেষ্টা মাহী আমিন

বিশেষ প্রতিবেদন।। বাংলাদেশে আরও বেশি বিনিয়োগ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহী আমিন। তিনি বলেছেন, আপনাদের ব্যবসায়িক মহলে বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে তুলে ধরুন। বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় গন্তব্য হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের যেমন নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের প্রতিটি জেলারও রয়েছে স্বতন্ত্র সম্ভাবনা ও বৈশিষ্ট্য। আমরা যৌথভাবে বিভিন্ন দেশে রোড-শো আয়োজন করতে পারি। যেমন আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিদেশে গিয়ে রোড-শো আয়োজন করছে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোও বাংলাদেশে এসে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। শনিবার ঢাকায় আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচেম) এবং ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস আয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। মাহদী আমিন বলেন, আমরা এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করতে চাই, যেখানে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সমান সুযোগ পাবে। সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারী, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ করে অ্যামচ্যামের সদস্যদের সাফল্য আমাদের জন্য বৈশ্বিক পর্যায়ে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে। কারণ, কোনো একটি মার্কিন কোম্পানি যদি বাংলাদেশে সফল হয়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানই আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় শুভেচ্ছাদূত বা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরে পরিণত হবে। একই বিষয় অন্যান্য বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা বলেন, নতুন সরকার হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশনা, বিদেশি বিনিয়োগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাতে হবে, বিনিয়োগকারীদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে হবে এবং এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে আপনারা নিজ নিজ দেশে ফিরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন একজন শুভেচ্ছাদূত হিসেবে। আমরাও বাংলাদেশে থেকে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমাদের সর্বোচ্চ সক্ষমতা দিয়ে আপনাদের সহযোগিতা করব।

প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা বলেন, আমাদের অর্থনীতি যত এগিয়ে যাচ্ছে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি যত বিস্তৃত হচ্ছে, ততই দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ফলে বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য আরও আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হচ্ছে। সৌভাগ্যবশত, নতুন সরকার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও কাজ শুরু করেছে। আমরা উপলব্ধি করি, দীর্ঘ সময় ধরে এমন একটি শাসনব্যবস্থা চলেছে, যা জনগণের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিল না। তাই আমরা এখন প্রতিটি খাতের জন্য একটি সুস্পষ্ট উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এটি বেসরকারি খাতের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। কারণ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সবসময় বলেন, সরকারের দায়িত্ব হলো প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে বেসরকারি খাত বিকশিত হতে পারে।

সরকার বেসরকারি খাতের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ ও কার্যকর অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে চায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা এমন সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন করতে চাই, যা বেসরকারি খাতের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করবে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানই গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা রাখতে পারে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে এমন অনেক কর্মসূচি রয়েছে, যেখানে আমরা বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে স্বাগত জানাতে চাই। একইভাবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) প্রকল্পেও আমরা আরও বেশি বিনিয়োগ প্রত্যাশা করি। অতএব, সহযোগিতার নতুন সুযোগ রয়েছে, অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার সুযোগ রয়েছে। আমরা চাই, যেসব খাতে কৌশলগত সমন্বয়ের সুযোগ রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে টেকসই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে। মূলত সরকারের দায়িত্ব হলো এমন একটি উন্নয়নধারা নিশ্চিত করা, যার মাধ্যমে আমরা সম্মিলিতভাবে সাম্য, ন্যায়সংগত সুযোগ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারি, যা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় অনুপস্থিত ছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশ একটি ব্যবসাবান্ধব সরকার পরিচালিত দেশ উল্লেখ করে মাহদী আমিন বলেন, আমাদের জাতীয় বাজেটেও তার স্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমরা ব্যাপক মাত্রায় অপ্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ কমানোর উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা উদার অর্থনৈতিক নীতির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে চাই।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহু বাংলাদেশি বসবাস করেন। আমরা তাদের মেধা ও অভিজ্ঞতাকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে চাই। অতীতে যাকে আমরা 'ব্রেইন ড্রেইন' বা মেধাপাচার বলতাম, আমরা সেটিকে এখন "ব্রেইন সার্কুলেশন" বা মেধার ইতিবাচক আদান-প্রদানে রূপ দিতে চাই। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন লক্ষ্যভিত্তিক নীতিমালা গ্রহণ করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দীর্ঘদিন ধরে মুনাফা বিদেশে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে যে জটিলতা ছিল, নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের এক মাসের মধ্যেই সেই সমস্যার সমাধান করেছে। এ ছাড়া কর রেয়াত, বিভিন্ন প্রণোদনা, অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প ক্লাস্টার, শিল্পপার্ক এবং হাইটেক পার্কসহ বিনিয়োগবান্ধব নানা সুযোগ-সুবিধা চালু রয়েছে।

বর্তমান সরকার একটি সমতাভিত্তিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলতে চায় বলেও জানান মাহদী আমিন। তিনি বলেন, আমরা এমন একটি সমান সুযোগের পরিবেশ নিশ্চিত করতে চাই, যা বিদেশি বিনিয়োগকে আরও উৎসাহিত করবে এবং যার ফল হিসেবে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের নীতিগত সহায়তা দেওয়া হবে। এ কারণেই আমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে পরামর্শসভা ও সংলাপ আয়োজন করব। একই সঙ্গে এমন একটি উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হবে, যেখানে দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক অংশীদার এবং বিনিয়োগকারীরা সরাসরি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময় করতে পারবেন এবং তাঁদের ধারণা ও পরামর্শ তুলে ধরতে পারবেন। যাতে আমরা সবাই মিলে এমন নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারি, যা সত্যিকার অর্থেই পরিবর্তন আনবে।

মাহদী আমিন বলেন, আমরা উপলব্ধি করি, শক্তিশালী পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। বোয়িং থেকে শুরু করে জ্বালানি খাত পর্যন্ত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা আরও গভীর করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া কৃষিভিত্তিক রপ্তানি পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), ওষুধশিল্প এবং তৈরি পোশাকশিল্পসহ বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করতে পারে। এর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আরও সম্প্রসারিত হবে। আমাদের উচিত সম্ভাবনাময় খাতগুলো চিহ্নিত করা, যেখানে প্রয়োজন সেখানে নীতিগত পরিমার্জন আনা। এবং এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলা, যেখানে আন্তর্জাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় ব্যবসা সমানভাবে বিকশিত হতে পারে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদের ইতিবাচক ভমিকা ও অনুপ্রেরণামূলক অবদানের জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মাহদী আমিন। তিনি বলেন, আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যার ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এই মুখপাত্র বলেন, আমি এমন একটি সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি, যা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছে। আমাদের সরকারের শক্তির উৎস জনগণের প্রত্যাশা ও আকাঙ্খা। জনগণের বিপুল সমর্থনে আমরা যে বিজয় অর্জন করেছি, তার অর্থ হলো আমাদের কাঁধে এখন আরও বড় দায়িত্ব এবং মানুষের অনেক বেশি প্রত্যাশা রয়েছে। আমরা সেই প্রত্যাশা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। মানুষের প্রত্যাশা হলো, স্বচ্ছতার মাধ্যমে সেবা দেওয়া, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সুশাসনের মাধ্যমে জনগণের আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া।

এই লক্ষ্য অর্জনের পথে যুক্তরাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আমাদের অন্যান্য অংশীদার এবং অ্যামচ্যামের মতো ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা রাখতে পারে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা। তিনি বলেন, কারণ মানুষ চায় বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাক। তারা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি দেখতে চায়, নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত হোক, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাক এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হোক। এই ক্ষেত্রে অ্যামচ্যাম অসাধারণ ভমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে আমরা দেখছি, যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কোম্পানি এবং বেসরকারি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ করেছে। এই বিনিয়োগ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। একই সঙ্গে সরকার উলে-খযোগ্য পরিমাণ কর রাজস্ব পাচ্ছে, যা দেশের রাজস্ব আয়কে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এই মুখপাত্র বলেন, এর পাশাপাশি এই বিনিয়োগের মাধ্যমে যে সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠছে, তা শুধু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানই সৃষ্টি করছে না, বরং এর ইতিবাচক প্রভাব আরও বিস্তৃতভাবে পুরো অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে। আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো শুধু বিনিয়োগই নিয়ে আসে না; তারা উন্নত কর্মপদ্ধতি, উদ্ভাবন, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জ্ঞান স্থানান্তরের সুযোগও নিয়ে আসে। এগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিরল রোগে আক্রান্ত ছোট্ট শিশুকে আর্থিক সহায়তা 'সদভাবনা' এনজিও'র। ছবি নিজস্ব

করদাতাগণ শুধুমাত্র আইনগত দায়িত্বই পালন করছেন না, তারা রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: সময়মতো কর দিয়ে করদাতাগণ শুধুমাত্র আইনগত দায়িত্বই পালন করছেন না, তারা রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে, পরিকাঠামো নির্মাণেও একজন নাগরিক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। রাজ্য সরকার আগামী দিনে আরও প্রযুক্তি নির্ভর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক কর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ত্রিপুরা রাজ্য কর বিভাগের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে সুবর্ণজয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বোতাম টিপে ত্রিপুরা ইন্টিগ্রেটেড নেটওয়ার্ক ফর এনফোর্সমেন্ট ট্রেকিং এন্ড রিস্ক এনালিটিক্স বা ত্রিনেত্রা, টুসিপ অ্যাপ, আবগারী সাথি চ্যাটবুট এবং এক্সাইজ কানেক্ট ডিজিট্যাল পদ্ধতিগুলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় রাজ্য কর ও আবগারী বিভাগের কর্মসূচিকে আধুনিক স্বচ্ছ ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে "সংকেত" নামে নতুন ডিজিট্যাল মাধ্যমের সূচনা করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ রাজ্য কর বিভাগের ৫০ বছরের গৌরবময় যাত্রার ঐতিহাসিক মুহূর্ত। দীর্ঘ ৫০ বছরে কর বিভাগ শুধু রাজস্ব সংগ্রহই করেনি, সেই সাথে রাজ্যের উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ জনকল্যাণমূলক নানা কর্মসূচি রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিজিট্যাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কর ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, সহজ ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে যে ৫টি অ্যাপ এর সূচনা করা হল তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এর ফলে করদাতাগণ আরও দ্রুত এবং সহজে কর দিতে পারবেন। নিয়মিত কর প্রদানকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাদের সহযোগিতাই রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নের মূল শক্তি। এই ডিজিট্যাল পদ্ধতিগুলি কর ব্যবস্থাকে দক্ষ ও জনবান্ধব করে তুলবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন আগামী দিনে এই দপ্তর আরও দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে রাজ্যবাসীকে সঠিক পরিষেবা দেবে।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় রাজ্য কর বিভাগের গত ৫০ বছরের ধারাবাহিক সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কর বিভাগের আধিকারিক, কর্মচারি এবং করদাতাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজ্যে কর সংগ্রহের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে। রাজ্য সরকার স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর কর প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আজ চালু হওয়া ডিজিট্যাল পদ্ধতিগুলি এই ব্যবস্থাকে আরও জনবান্ধব করে তুলবে। রাজ্যের উন্নয়নে নিয়মিত কর প্রদানের জন্য তিনি করদাতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৩ জন শীর্ষ করদাতাকে স্মারক উপহার দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সংবর্ধনা জানান। কর বিভাগে ৫০ বছরের ইতিহাসের বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র অনুষ্ঠানে দেখানো হয়। কর বিভাগে ৫০ বছরের কাজের কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অর্থ দপ্তরের সচিব ড. প্রশান্ত কুমার গোয়েল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য কর বিভাগের মুখ্য কমিশনার চিরঞ্জীব আনন্দ। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা সেন্ট্রাল গুডস এন্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স এর কমিশনারেটের কমিশনার কুন্দন যাদব। সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন কর বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার এল রাখল।

ভারত-স্লোভাকিয়া সম্পর্ক আরও জোরদারে আলোচনা, বহুমুখী সহযোগিতা বাড়ানোর অঙ্গীকার

ব্রাতিস্লাভা, ৮ জুলাই (আইএএনএস): ভারত ও স্লোভাকিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও গভীর ও বহুমাত্রিক করার লক্ষ্যে বুধবার বৈঠক করলেন স্লোভাকিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত অপূর্বা শ্রীবাস্তব এবং স্লোভাকিয়ার বিদেশ ও ইউরোপীয় বিষয়ক মন্ত্রী জুরাজ ব্লানার।

স্লোভাকিয়ায় ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, বিদায়ী সৌজন্য সাক্ষাতে রাষ্ট্রদূত অপূর্বা শ্রীবাস্তব তাঁর দায়িত্বকালীন সময়ে সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য স্লোভাক পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি ভারত-স্লোভাকিয়া বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

দূতাবাসের বক্তব্য অনুযায়ী, আগামী দিনে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বিস্তৃত হবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দু''দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে স্লোভাকিয়া যান। সফরকালে তিনি স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো এবং রাষ্ট্রপতি পিটার পেলেগ্রিনির সঙ্গে বৈঠক করেন। ব্রাতিস্লাভার প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উৎপাদন, পরিবহণ, উদ্ভাবন, বিনিয়োগ, জ্বালানি, বায়োফুয়েল, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সফরকালে স্লোভাকিয়া প্রধানমন্ত্রী মোদিকে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান "অর্ডার অব দ্য হোয়াইট ডাবল ক্রস (ফার্স ক্লাস)"-এ ভূষিত করে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি ও রবার্ট ফিকোর বৈঠকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, মহাকাশ, পারমাণবিক শক্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং দক্ষ মানবসম্পদ বিনিময়-সহ একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে ঐকমত্য হয়। পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘ সংস্কার-সহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়েও মতবিনিময় করেন দুই নেতা।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৈঠকে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বাণিজ্য, উৎপাদন, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানে নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে দুই পক্ষ মত প্রকাশ করে। একই সঙ্গে ভারত-স্লোভাকিয়া সম্পর্ককে "কমপ্রিহেনসিভ পার্টনারশিপ"-এ উন্নীত করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।এছাড়া ডিজিটাল প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, সাইবার নিরাপত্তা, পোস্ট-কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, অডিও-ভিজ্যুয়াল নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং পারমাণবিক সহযোগিতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক সমঝোতাও হয়েছে বলে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে।

বনাধিকার আইনে জমি পাওয়া আদিবাসী পরিবারগুলিকে স্বাধীন জমির নথি দেবে মহারাষ্ট্র সরকার

মুম্বই, ৮ জুলাই (আইএএনএস): বনাধিকার আইন (এফআরএ)-এর আওতায় জমি পাওয়া আদিবাসী পরিবারগুলিকে এবার স্বাধীন জমির নথি ও রেজিস্ট্রির অধিকার দেওয়ার ঘোষণা করল মহারাষ্ট্র সরকার। রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে বুধবার বিধানসভার উভয় কক্ষে জানান, এই সিদ্ধান্তে রাজ্যের দুই লক্ষেরও বেশি আদিবাসী পরিবার উপকৃত হবে।

মন্ত্রী জানান, যোগ্য সুবিধাভোগীদের জন্য নতুন ফর্ম ৭ই এবং গ্রাম ফর্ম ১২ই চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বনাধিকার আইনের আওতায় বরাদ্দ জমির জন্য পৃথক সাতবারা উতারা (৭/১২ জমির নথি) প্রদান করা হবে, যাতে জমির মালিক হিসেবে সরাসরি তাঁদের নাম নথিভুক্ত থাকবে।

তিনি বলেন, এতদিন বনজমির পাট্টা অনুমোদিত হলেও সাতবারা নথিতে আদিবাসী কৃষকদের নাম শুধু 'অন্যান্য অধিকার' অংশে থাকত। মূল মালিক হিসেবে উল্লেখ থাকত 'মহারাষ্ট্র সরকার — বন বিভাগ'। ফলে কৃষক পরিচয়পত্র, কৃষিঋণ, কৃষি দফতরের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিপূরণ পেতে আদিবাসী কৃষকদের নানা সমস্যার মুখে পড়তে হত।

এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই পৃথক ৭ই ও ১২ই নথি চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, নতুন ব্যবস্থায় বনজমির পাট্টাধারীদের নামই জমির প্রধান মালিক হিসেবে নথিভুক্ত হবে। পাশাপাশি ওই জমিতে কোন ফসল চাষ হচ্ছে, তার তথ্যও গ্রাম ফর্ম ১২ই-তে লিপিবদ্ধ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, এর ফলে আদিবাসী কৃষকরা অ্যাগ্রিস্ট্যাক (জ্ঝ্ছঠ্থত্বদ্ধ)-সহ কৃষি সংক্রান্ত সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সহজে পাবেন। যেসব বনাঞ্চলে গুচ্ছভিত্তিকভাবে বনজমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে, সেখানে ভূমি রেকর্ড দফতর দ্রুত সমীক্ষা চালিয়ে নতুন নথিতে তথ্য অন্তর্ভুক্ত করবে।

বাওয়ানকুলে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার বিধায়কদের নিজ নিজ কেন্দ্রে বৈঠক করে এই প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

এদিকে, কংগ্রেস বিধায়ক দলনেতা বিজয় ওয়াডেট্টিওয়ার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি অবশেষে পূরণ হতে চলেছে। কংগ্রেস নেতা নানা পাটোলে-ও সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে গ্রাম বনাধিকার কমিটিগুলি পুনর্গঠনের দাবি তোলেন।

এর জবাবে রাজস্বমন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীসের নির্দেশে সরকার এই বিষয়েও ইতিবাচক এবং খুব শিগগিরই বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে।

গাড়িতে ডিম ছোড়ার ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ সিপিআই(এম) নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি

কলকাতা, ৮ জুলাই (আইএএনএস): কোচবিহারের শীতলকুচিতে গাড়িতে ডিম ছোড়ার ঘটনার পর কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সিপিআই(এম) নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি। ভবিষ্যতে এ ধরনের হামলা রুখতে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে বুধবার আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মীনাক্ষীর আইনজীবী অভিষেক হালদার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চের নজরে মঙ্গলবারের ডিম ছোড়ার ঘটনাটি আনেন। তিনি জানান, শীতলকুচিতে দলের এক মৃত কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় মীনাক্ষী মুখার্জির গাড়িতে ডিম ছোড়া হয়। তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের হামলা রোধে আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি জানান, মামলা দায়েরের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে নিয়ম মেনে বিষয়টির শুনানি হবে।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার শীতলকুচিতে সিপিআই(এম)-এর মৃত কর্মী মন্টু মিয়ার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মীনাক্ষী মুখার্জি। ফেরার পথে শীতলকুচি বাজার এলাকায় তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে একদল ব্যক্তি ডিম ছুড়তে শুরু করে। গাড়িতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অলোকেশ দাস।

সিপিআই(এম)-এর দাবি, মন্টু মিয়ার মৃত্যু খুনের ঘটনা। প্রথমে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করলেও পরে তা গ্রহণ করে। পাশাপাশি, মুম্বইয়ে কর্মরত শীতলকুচির এক শ্রমিকের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ ফিরিয়ে আনতে প্রশাসন যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলেও অভিযোগ তুলেছে বাম নেতৃত্ব।মীনাক্ষী মুখার্জি জানিয়েছেন, এই দুই ঘটনার প্রতিবাদে জেলা শাসকের দফতর ঘেরাওয়ের কর্মসূচি রয়েছে দলের।

হামলার পর মীনাক্ষী মুখার্জি গাড়ির ভেতর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করেন। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, একের পর এক ডিম গাড়ির উইন্ডশিল্ডে এসে পড়ছে।পরে তিনি কোচবিহার পুলিশ সুপারের দফতরে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে সেখানে অবস্থান-বিক্ষোভে বসেন। তাঁর অভিযোগ, লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়ার পরও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'রাজ্যে কি নিরাপদে রাস্তায় চলাফেরা করার অধিকারও নেই? এটাই কি আইনের শাসন?'অন্যদিকে, কোচবিহার জেলা বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ বর্মন এই ঘটনায় দলের কোনও ভূমিকা নেই বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এটি সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। বিজেপিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দোষারোপ করা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

আদানি এনার্জির বিদ্যুৎ প্রকল্পে কেনিয়া-ভারত সম্পর্কে নতুন অধ্যায়ের সূচনা

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (আইএএনএস): কেনিয়ায় ১১৭ বিলিয়ন কেনিয়ান শিলিং মূল্যের বিদ্যুৎ সঞ্চালন (পাওয়ার ট্রান্সমিশন) প্রকল্পে আদানি এনার্জির অনুমোদন আফ্রিকার দেশটির অর্থনৈতিক কূটনীতিতে নতুন মোড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর মাধ্যমে ভারত কেনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে আরও শক্ত অবস্থান তৈরি করছে বলে এক বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভূ-তাপীয়, বায়ু ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে কেনিয়ার সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামোর অভাবে সেই বিদ্যুতের পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। আদানি এনার্জির সহায়তায় আধুনিক ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক গড়ে উঠলে নবায়নযোগ্য শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এতদিন আফ্রিকার বড় অবকাঠামো প্রকল্পে পশ্চিমা সংস্থা ও চীনের প্রভাব বেশি ছিল। তবে ভারতের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি কেনিয়ার সামনে একটি বিকল্প অংশীদারিত্বের সুযোগ তৈরি করছে, যেখানে প্রতিযোগিতামূলক অর্থায়ন, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং ভিন্নধর্মী কৌশলগত সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্লেষণে আরও বলা হয়েছে, চীনের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বিনিয়োগ মডেলের তুলনায় আদানি এনার্জি একটি বেসরকারি সংস্থা হলেও ভারতের বৃহত্তর অর্থনৈতিক কৌশলের সঙ্গে তাদের কার্যক্রমের সামঞ্জস্য রয়েছে। ফলে এই মডেল কেনিয়াকে আলোচনায় আরও নমনীয়তা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশি সুবিধা দিতে পারে।

ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকেও কেনিয়া কেবল একটি বাজার নয়; এটি পূর্ব আফ্রিকার প্রবেশদ্বার এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার। কেনিয়ার জ্বালানি অবকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা ভারতের আফ্রিকায় সংযোগ, বাণিজ্য ও প্রভাব বৃদ্ধির বৃহত্তর লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ভারত ও কেনিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও অভিবাসনভিত্তিক সম্পর্ক রয়েছে। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সম্প্রদায় কেনিয়ার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সেই ঐতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই এই বিদ্যুৎ প্রকল্প দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

নৌ-অবরোধের ইঙ্গিত

● প্রথম পাতার পর

সরাসরি উত্তর না দিলেও ট্রাম্প বলেন, সম্ভবত আজ রাতেও আমরা জোরালো হামলা চালাব।

তিনি আরও জানান, সাম্প্রতিক অভিযানে ইরানের প্রধান তেল রপ্তানি কেন্দ্র খার্গ দ্বীপে পাইপলাইন বাদ দিয়ে অন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ জানান, হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করছিল এমন ইরানি সামরিক অবকাঠামোকেই লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।

তাঁর কথায়, ছোট নৌযান, ভূগর্ভস্থ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র সংরক্ষণ কেন্দ্র, উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রাডার এবং নজরদারি কেন্দ্রগুলিতে হামলা চালানো হয়েছে। প্রয়োজনে প্রেসিডেন্টের নির্দেশে আরও বড় সামরিক অভিযান চালাতে মার্কিন বাহিনী প্রস্তুত বলেও জানান তিনি।

ট্রাম্প আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে পুনরায় সামুদ্রিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। তিনি বলেন, আমরা অবরোধ তুলে নিয়েছিলাম। প্রয়োজনে আবার তা ফিরিয়ে আনতে পারি এবং সেটি শুধুমাত্র ইরানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে ইরানের সঙ্গে আলোচনার ভবিষ্যৎ নিয়েও হতাশা প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

তিনি বলেন, আমার মতে বিষয়টি কার্যত শেষ। আমি আর তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। তারা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তারা মিথ্যা বলে। আমরা চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছই, কিন্তু বাইরে গিয়ে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। তবে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পথ পুরোপুরি বন্ধ করছেন না বলেও জানান ট্রাম্প। তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক তাঁর দূত স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনার চাইলে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন।

এর আগে ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটের উপস্থিতিতে ট্রাম্প ইরানকে 'বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসে মদতদাতা রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ইরানকে কখনওই পরমাণু অস্ত্র অর্জন করতে দেওয়া হবে না।

অন্যদিকে, মার্ক রুটে সাম্প্রতিক মার্কিন সামরিক পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের এই জবাব প্রয়োজনীয় ছিল। তাঁর মতে, ইরানের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা দুর্বল করা শুধু ইজরায়েল বা পশ্চিম এশিয়ার জন্য নয়, ইউরোপ এবং গোটা বিশ্বের নিরাপত্তার স্বার্থেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রদবদল হচ্ছে কংগ্রেসে

● প্রথম পাতার পর

এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে দলীয় বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, গুলাম আহমেদ মীরকে তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রকাশ যোশীকে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের রাজ্য পর্যবেক্ষক (ইন-চার্জ) করা হয়েছে।

দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলিতে সংগঠনকে আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই নিয়োগ বলে মনে করা হচ্ছে। তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে আঞ্চলিক সহযোগী দলগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে নিজেদের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করতে চাইছে কংগ্রেস।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝেও হারানো জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রকাশ যোশীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

জম্মু ও কাশ্মীরের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গুলাম আহমেদ মীর দীর্ঘ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার অধিকারী। তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নতুন গতি আনতে তাঁর নিয়োগকে কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

একইভাবে, সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য পরিচিত প্রকাশ যোশীর ওপর পশ্চিমবঙ্গে দলের সাংগঠনিক বিস্তারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

দলীয় বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজ্যস্তরে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামো আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করতেই এই দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহে আরও কয়েকটি রাজ্যে অনুরূপ সাংগঠনিক পরিবর্তনের ঘোষণা আসতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে।

আসন্ন বিভিন্ন নির্বাচনী চ্যালেঞ্জের কথা মাথায় রেখে দেশজুড়ে সংগঠনকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কংগ্রেস নেতৃত্ব ধারাবাহিক পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই নিয়োগগুলি সেই বৃহত্তর সাংগঠনিক পুনর্গঠনেরই প্রথম ধাপ।

সহায়তা প্রদান

● প্রথম পাতার পর

এছাড়াও, আগরতলার ৭৯ টিলা এলাকার বাসিন্দা হরিদাস দেবনাথের পুত্রের জলে ডুবে অকাল মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে হরিদাস দেবনাথের হাতে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করেন। এই সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্ঘটনায় প্রিয়জন হারানো পরিবারের শোক অপূরণীয়। তবে এই কঠিন সময়ে রাজ্য সরকার তাদের পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। দুই পরিবারের সদস্যরাও এই দুঃসময়ে সরকারের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিরোধীতা ভারতের

● প্রথম পাতার পর

নির্দিষ্ট শিল্প বা পণ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় রপ্তানির সঙ্গে জোরপূর্বক শ্রমের সরাসরি সম্পর্ক দেখাতে পারেনি তারা।

ড. মোহন আরও বলেন, কোনও দেশে জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানির ওপর আলাদা নিষেধাজ্ঞা না থাকলেই তা ওই দেশ এমন শ্রমপ্রথাকে সমর্থন করেএই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে, জোরপূর্বক শ্রম নির্মূল করতে প্রতিটি দেশের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী নীতি গ্রহণ করতে হয়, বিস্তৃত আমদানি নিষেধাজ্ঞা বা অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ তার সমাধান নয়।তিনি আরও দাবি করেন, ইউএসটিআর ভারতের নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং মার্কিন বাণিজ্যের ক্ষতির মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রমাণ করতে পারেনি। বরং ইউএসটিআরের নিজস্ব তথ্যেই দেখা যাচ্ছে, তামাক, চাল ও তুলার মতো ক্ষেত্রে ভারতে মার্কিন রপ্তানি বেড়েছে এবং তৃতীয় দেশের প্রতিযোগিতা কমেছে।

ভারতের মূল বক্তব্যের পর ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স সেক্রেটারি (বাণিজ্য) শ্রেয়াংশ গুপ্ত কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এপিডা)-র পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

তিনি চাল আমদানির বিষয়ে ইউএসটিআরের পর্যবেক্ষণকে ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি বলে দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম চাল উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ। দেশে আমদানি হওয়া চালের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত এবং তা মূলত বিশেষ ধরনের ভোক্তা চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়, রপ্তানির জন্য নয়।

তিনি জানান, ভারতের মোট চাল আমদানির প্রায় ৪৫ শতাংশ থাইল্যান্ড থেকে আসে, যা মূলত বিশেষ ধরনের জুঁই (জ্যাসমিন) চাল। এই চাল পুনরায় রপ্তানি করা হয় না এবং এটি মার্কিন উৎপাদিত চালের সঙ্গে প্রতিযোগিতাও করে না।

শ্রেয়াংশ গুপ্ত বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানিকৃত চালের বড় অংশই ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) স্বীকৃত বাসমতি চাল, যা নির্দিষ্ট ইন্দো-গাঙ্গেয় অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। এছাড়া নন-বাসমতি চালও সম্পূর্ণ দেশীয় উৎপাদন থেকেই রপ্তানি করা হয়।

তাঁর দাবি, ভারতের চাল আমদানির মূল্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত চালের মোট মূল্যের তিন শতাংশেরও কম। পাশাপাশি, আমদানিকৃত চালকে ভারতীয় চাল হিসেবে রপ্তানি করা রোধে কঠোর নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্রে চাল রপ্তানির অনুমতি শুধুমাত্র কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের নিবন্ধিত রাইস মিলগুলিকেই দেওয়া হয়। এছাড়া বড় মার্কিন সুপারমার্কেট ও বেসরকারি ক্রেতাদের নির্ধারিত কঠোর শ্রমবিধিও ভারতীয় রপ্তানিকারকদের মেনে চলতে হয়।

শ্রেয়াংশ গুপ্ত ইউএসটিআরকে ভারতের বিরুদ্ধে চলমান তদন্ত প্রত্যাহার করার অথবা অন্তত ভারতীয় চালকে প্রস্তাবিত শুল্কের আওতার বাইরে রাখার আবেদন জানান।

শুনানিতে ভারতের শিল্প সংগঠনগুলিও অতিরিক্ত শুল্কের বিরোধিতা করে। ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ফিকি)-র প্রতিনিধি পূর্ণিমা শেনয় বলেন, জোরপূর্বক শ্রম নির্মূলের লক্ষ্যকে ভারতীয় শিল্প সমর্থন করে। তবে গোটা অর্থনীতির ওপর একযোগে শুল্ক চাপানো হলে নিয়ম মেনে চলা শিল্পগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মার্কিন ব্যবসা ও ভোক্তাদের ব্যয় বাড়বে।

কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই)-এর প্রতিনিধি শুচিতা সোনালিকা বলেন, ভারতে জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ করার জন্য বিস্তৃত আইনি কাঠামো রয়েছে এবং ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের নির্ধারিত কঠোর মানদণ্ড মেনেই কাজ করেন। তাই শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপের পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিয়মভিত্তিক সমাধানের পথ বেছে নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

উল্লেখ্য, জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের পদক্ষেপ যথাযথ কি না, তা খতিয়ে দেখতে ইউএসটিআর সেকশন ৩০১ তদন্ত শুরু করেছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ওয়াশিংটনে আয়োজিত এই গণশুনানিতে বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিনিধি, শিল্প সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন এবং ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা নিজেদের বক্তব্য ও তথ্য তুলে ধরছেন।

উদ্বেগ ভারতের

● প্রথম পাতার পরনিয়ে বিশ্ববাজারে উদ্বেগ বেড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৬ শতাংশেরও বেশি বেড়ে ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮০ ডলারে পৌঁছেছে। একইভাবে মার্কিন বেঞ্চমার্ক ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই)-এর দামও ৬ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৫ ডলারে উঠেছে।

হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী একাধিক বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার পর থেকেই অঞ্চলজুড়ে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহণ পথ হিসেবে পরিচিত এই জলপথে অস্থিরতা আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে, বুধবার ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটে এবং পরে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে পৃথক বৈঠকের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ইরান যদি হামলা চালিয়ে যায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র আরও সামরিক অভিযান চালাতে প্রস্তুত রয়েছে। প্রয়োজনে নৌ অবরোধও পুনর্বহাল করা হতে পারে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

ট্রাম্প দাবি করেন, শেষকৃত্যের সময় সাময়িকভাবে সামরিক অভিযান স্থগিত রাখার অনুরোধ করেছিল ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্র সেই অনুরোধ মেনেছিল। কিন্তু পরে ইরান আবার হামলা শুরু করে বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি বলেন, তারা আমাদের বলেছিল, শেষকৃত্যের সময় যেন হামলা না করা হয়। আমরা তা মান্য করেছি। বরং তাদের জন্য পরিস্থিতি নিরাপদও করেছি। কিন্তু এরপর তারা আবার জাহাজ লক্ষ্য করে রকেট হামলা শুরু করে।ট্রাম্প আরও জানান, এর জবাবে মার্কিন বাহিনী ইরানের বিরুদ্ধে আরও কঠোর সামরিক অভিযান চালিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনে একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করছিল এমন ইরানি সামরিক স্থাপনাগুলিকেই মার্কিন বাহিনী লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 2 09-07-2026, 01:10

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

কী ভাবে তৈরি করবেন স্বাস্থ্যকর খাওয়ার অভ্যাস

ডায়েট করা মানেই দামি দামি খাবার। সুপারমার্কেটে লম্বা বিল। যা মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এমনটাই ভাবেন বেশিরভাগ মানুষ। কিন্তু পুষ্টিবিদরা বলছেন, ডায়েট মেনে খাবার খাওয়ার মানেই সে ব্যয়বহুল, তা নয়। অনেক সময় পুষ্টিকর খাবার বাজেটের মধ্যেই পাওয়া যায়। এ ছাড়া বাজেটের কথা মাথায় রেখে ডায়েট চার্ট তৈরি করলে খুব একটা সমস্যায় পড়তে হয় না। স্বল্প বাজেটেও পুষ্টিকর খাওয়া সম্ভব। কী ভাবে করবেন, রইল টিপস।

ডায়েট প্ল্যান করুন

ডায়েট শুরু করার আগে কোন দিন কী ধরনের খাবার খাবেন, তার তালিকা তৈরি করুন। প্রয়োজনে পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিন। আপনার শরীরে কোন পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বেশি, প্রোটিন কতটা খাওয়া উচিত ইত্যাদি পুষ্টিবিদই ভালো বলতে পারবেন। তাই তাঁর পরামর্শ নিয়েই আগে ডায়েট চার্ট তৈরি করুন।

মরশুমি ও দেশি ফল-সব্জি খান

যে মরশুমে যে ধরনের শাকসব্জি ও ফল পাওয়া যায়, সেগুলো খাওয়ার চেষ্টা করুন। এতে খরচ কম হবে। পাশাপাশি আপনার এলাকায় যে সব শাকসব্জি ও ফল পাওয়া যায়, সেগুলোই পাতে রাখুন। চিকিৎসকদের মতে, স্থানীয় শাকসব্জি ও ফলের পুষ্টিগুণ সব সময়ে বেশি হয়। ওয়েলনেস ইনফ্লুয়েন্সরদের দেখে এক্সটিক ফল না খেলেও চলবে।

সারা সপ্তাহের বাজার সেরে রাখুন

সারা সপ্তাহের বাজার একসঙ্গে করুন। একসঙ্গে অনেকটা পরিমাণ ফল-শাকসব্জি কিনলে অনেক সময়ে দাম কম পড়ে। তবে সেগুলো ফ্রিজে ভালো করে মজুত করে রাখাও জরুরি। এ ছাড়া মাসকাবারি মাসের প্রথমে বা শেষের দিকে করে রাখুন। পাইকারি বাজারে গিয়ে চাল-ডাল, মশলাপাতি কিনতে পারেন। কম খরচ হবে। অনলাইন বা শপিং মল এড়িয়ে চলুন খুচরো বাজার থেকে কেনাকাটা করুন। এতে বাজেটের মধ্যেই শপিং সারতে পারবেন। অনলাইনে কেনাকাটা করলে কত ছাড় পাচ্ছেন, তা দেখে নিন। আর শপিং মল বা বড় সুপারমার্কেটে গিয়ে কেনাকাটা করলে খরচ বেশি হতে পারে।

বাড়িতে বানিয়ে নিন হেলদি স্ন্যাকস প্রোটিন পাউডার, প্রোটিন বারের মতো খাবার খাওয়ার বদলে ছোলা, ছাতু, ডিমের মতো প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খান। টকদই, বিভিন্ন ধরনের ফল, বাদাম, অঙ্কুরিত মুগ কলাইয়ের মতো বিভিন্ন উপাদান দিয়ে স্ন্যাকস বানিয়ে নিন।

রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয় যে ৩ খাবার

উচ্চ রক্তচাপ কেবল বয়স্কদের সমস্যা নয়, এখন অনেকে অল্প বয়সেও এই সমস্যার শিকার হচ্ছেন। অস্বাস্থ্যকর খাবার, অতিরিক্ত মানসিক চাপ, অলস জীবনযাপন এর নেপথ্যে কারণ হিসেবে কাজ করে। এমনিতেই সেরে যাবে মনে করে শুরুর দিকে অনেকেই এই সমস্যায় গুরুত্ব দেন না। কিন্তু সঠিক সময়ে সচেতন না হলে পরবর্তীতে ভুগতে হতে পারে লম্বা সময়। উচ্চ রক্তচাপ থেকে দেখা দিতে পারে আরও অনেক সমস্যা। কিছু খাবার আছে যেগুলো খেলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেড়ে যায়। লবণের কথা তো আমরা সবাই জানি, এখন চলুন জেনে নেওয়া যাক উচ্চ রক্তচাপের জন্য দায়ী আরও কিছু খাবার সম্পর্কে-

প্রসেসড ফুড -

প্রসেসড ফুড যত সহজলভ্য হোক কিংবা খেতে যতই ভালোলাগুক না কেন, এ ধরনের খাবার পুরোপুরি বাদ দিতে হবে। কারণ এটি শুধু উচ্চ রক্তচাপই নয়, বাড়ায় স্থুলতার ঝুঁকিও। নুডলস, চিপস, বিস্কুট, পাস্তা ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে বাদ দিন। এ ধরনের খাবারে সোডিয়াম, ট্রান্স ফ্যাট এবং প্রিজারভেটিভ থাকে। যেগুলো রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়।

ডিপ ফ্রায়েড ফুড-

ডুবো তেলে ভাজা খাবার কারও জন্যই উপকারী নয়। আপনার যদি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকে তাহলে যতটা সম্ভব এ ধরনের খাবার এড়িয়ে চলুন। সিঙারা, পাকোড়া, সমুচা, পুরি জাতীয় খাবারকে না বলুন। এ ধরনের খাবারে প্রচুর ট্রান্স ফ্যাট থাকে, যা রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়।

অতিরিক্ত মিষ্টি-

লবণ খেলে রক্তচাপ বাড়ে ঠিকই, সেইসঙ্গে এর পেছনে দায়ী হতে পারে অতিরিক্ত মিষ্টিও। মাঝেমাঝে অল্পস্বল্প মিষ্টি খাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু আপনি যদি প্রতিদিন অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার ও পানীয় খেতে থাকেন, তাহলে দ্রুতই পড়বেন উচ্চ রক্তচাপের কবলে। অতিরিক্ত চিনিযুক্ত চকোলেট, কোমল পানীয়, ডেজার্ট এড়িয়ে চলুন। এগুলো খেতে যতটা সুস্বাদু, রক্তচাপ বাড়াতেও ততটাই দায়ী।

গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়ার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় অদিতি চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বনাথন আনন্দের পর পরই দ্বিতীয় ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া। গ্র্যান্ডমাস্টার হবার মুহূর্তের অনুভূতিটা যদি একটু বলেন। খুবই ভালো অনুভূতি। অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম। শেষমেষ ১৯৯১ সালে গ্র্যান্ডমাস্টার হতে পারি।

১৯৭৮ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে ভারতীয় জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ দাবায় সর্বকনিষ্ঠ অংশগ্রহণকারী হিসেবে অংশগ্রহণ। বাড়িতে কী দাবা খেলার চল ছিল ? কী ভাবে দাবা খেলার দিকে ঝুঁকলেন ?

বাড়িতে খেলার চল ছিল। বাবা টুর্নামেন্ট না খেললেও অ্যামেচার প্লেয়ার ছিলেন। সেখান থেকেই মূলত দাবা খেলার প্রতি আকর্ষণ। সাড়ে পাঁচ বছর বয়স থেকেই দাবা খেলছি। বাবার খেলা দেখেই প্রধানত দাবা শিখেছি।

একজন গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে ভালো দাবাড়ু কী ভাবে তৈরি হবে? কী মনে হয় আপনার ?

আশা করি, নতুন রাজ্য সরকার সব খেলার প্রতি দৃষ্টি দেবেন। দাবা বুদ্ধির খেলা ব্রেনের খেলা। পড়াশোনা ভালো হয় দাবা খেললে। নতুন সরকার পজিটিভলি ভালো ভালো কাজ করছেন। আশা রাখি, নতুন সরকারের কাছে যে, সারা বাংলা দাবা সংস্থা প্রচুর সুযোগ সুবিধা পাবে। পরিশ্রম, নিষ্ঠা, একাগ্রতা থাকলেই ভালো দাবাড়ু হওয়া যাবে।

দাবা এক প্রাচীন খেলা। দাবা বুদ্ধির খেলা, মাইন্ড ফ্রেশের খেলা। পড়াশোনার পাশাপাশি এখনকার প্রজন্মের বাচ্চাদের কতটা দাবা খেলা উচিত বলে আপনার মনে হয় ? এখন অনেক সুযোগ-সুবিধা থাকায় ভালো দাবাড়ু উঠে আসতে। তবে সরকারি সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি স্পনসরও দরকার। যদিও নতুন সরকার এ বছর স্পোর্টসের জন্য বাজেটও বাড়িয়েছে। সুতরাং, এখন অনেক বেশি পজেটিভলি কাজ করা যাবে। তাই বাচ্ছাদের আরও বেশি বেশি করে দাবা খেলা উচিত। বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েরা মোবাইলে আসক্ত হয়ে থাকে সবসময়। ইনডোর গেম খেলতেই ব্যস্ত, সেক্ষেত্রে কী ভাবে তারা দাবার প্রতি কনসেনট্রেট করবে ? দাবা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলা উচিত। দাবা ব্রেনের খেলা, দাবাকে বলা হয় মগজাস্ত্র। অবশ্যই দাবা মাইন্ড ফ্রেশ করে। অতি অবশ্যই দাবা যত বেশি স্কুলে স্কুলে বাচ্চারা খেলবে তত ভালো। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দাবা খেলা হলেও প্রতিটি সরকারি স্কুলে দাবা খেলা উচিত। প্রত্যন্ত স্কুলে আরও বেশি করে দাবাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। দাবা খেললে মানসিক বিকাশ ঘটে। দাবা খেললে ব্রেনের কাজগুলি যেমন ধৈর্য ক্যালকুলেশন স্ট্রাটেজি পজিটিভ ভাইবস তৈরি হয়। বাচ্চারা যত বেশি দাবা খেলবে তত তাদের মাইন্ড ফ্রেশ হবে। মোবাইলের হাত থেকেও তারা রেহাই পাবে। গার্জেনদের বলব, দাবা খেলানোর কথা। কারণ দাবা খেলার মধ্যে অনেক পজিটিভ দিক আছে। দাবা খেললে সঠিকভাবে মানসিক বৃদ্ধি হয়।

শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে দাবার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ ততটা নেই। সেক্ষেত্রে আগ্রহী ছেলে মেয়েরা কী করবে ? আর সরকারই বা কী ভাবে তাদের সাহায্য করবে ? পরিকাঠামো বাড়াতে হবে। বিশেষ করে, টুর্নামেন্টের পরিমাণ যাতে আরও বাড়ে তার জন্য সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন। দাবা খেলা আরও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সমস্ত সরকারি বেসরকারি স্কুলে কী বাধ্যতামূলক করা উচিত। কী মনে হয় আপনার?

অবশ্যই দাবা সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্কুলে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। ইংলিশ মিডিয়ামে থাকলেও বাংলা সরকারি স্কুলগুলিতে দাবা ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। দাবা যেমন ভালো মানুষ হতে শেখায় ঠিক তেমনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতেও শেখায়। তাই স্কুলে স্কুলে আরও বেশি করে দাবাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রত্যেক খেলাতেই কিছু না কিছু পজিটিভ দিক থাকে, দাবা তার মধ্যে অন্যতম। বাচ্চাদের দাবা খেলার প্রতি আরও আগ্রহ বাড়াতে সারাদিনে কতক্ষণ প্র্যাকটিস করা উচিত ? ভালো খেলতে গেলে পরিশ্রম করতে হবে। কোনও শর্টকাট প্রসেস নেই। সারাদিনে ছয় থেকে আট ঘন্টা মিনিমাম দাবা খেলার জন্য সময় দিতে হবে।

শুধু বাচ্চারা কেন, দাবা তো ৮ থেকে ৮০ সকলেই খেলতে পারে। এই খেলা স্মৃতিশক্তিও বাড়ায়। একবাক্যে সব বয়সীরা আরও কী ভাবে এই খেলার প্রতি আকর্ষিত হবে ? দাবা সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষই খেলতে পারেন। বয়স্ক মানুষরা দাবা খেললে বার্ধক্য জনিত রোগগুলি তাদের হবে না। ইয়াং জেনারেশন হতাশ হয়ে যায় অল্পেতেই, তারা দাবা খেললে সু-চিন্তার অধিকারী হবে। স্পোর্টস এমন একটা মাধ্যম যেখানে সমস্ত ধরনের মানুষকেই অংশগ্রহণ করা উচিত। মানসিক চাপমুক্তি ঘটায় দাবা, সে কারণে রাজা-বাদশারাও কোথাও শতরঞ্জ কে খিলাড়ি হিসেবে দাবা খেলতেন। দাবা চ্যালেঞ্জ নিতে শেখায়। নতুন প্রজন্ম অল্পেতেই ধৈর্য হারায়, দাবা খেলার মধ্যে দিয়ে কী কোথাও তারা তাদের হারানো ধৈর্য ফিরে পেতে পারে না। কী বলবেন?

দাবা খেলার মধ্যে দিয়ে মনঃসংযোগ বাড়ে, ধৈর্য বাড়ে। দাবা খেলার মধ্যে দিয়ে অনেক দুরন্ত বাচ্চাও শান্ত হয়ে যায়। মানসিক চাপ কমে যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মফস্বল শহর দাবাকে আরও কী ভাবে ছড়িয়ে দেবেন? একজন গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে আপনার পরিকল্পনা ঠিক কী? প্রত্যেক জেলায় গিয়ে আমরা দাবাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। দাবাকে প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছি। ২৩টা জেলাতেই আমাদের প্রতিষ্ঠিত অর্গানাইজেশন আছে। উত্তরবঙ্গ সহ বিভিন্ন জেলা থেকে ভালো ভালো প্লেয়ার উঠে আসছে। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অথচ ভালো দাবাড়ু হতে চায়। সুযোগের অভাবে মেধা নষ্ট হচ্ছে। কী বলবেন? এক্ষেত্রে সরকারি অনুদান দরকার। যদিও নতুন সরকার অনেক পজিটিভলি এগিয়ে এসেছে। প্রান্তিক এলাকায় আরও বেশি করে দাবার প্রসার ঘটাতে হবে, যাতে টাকার অভাবে মেধা নষ্ট না হয়ে যায়। আগামী দিনে যারা ভালো দাবাড়ু হতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দেবেন ? দাবাকে ভালবাসতে হবে। মন নিষ্ঠা ধৈর্য একাগ্রতা দিয়ে খেলে যেতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। আজকে খেললাম, কাল চ্যাম্পিয়ন হবো এই মানসিকতা রাখলে হবে না।

টানা ৯০ দিন ‘চা’ না খেলে শরীরে কী ঘটে

বাঙালির সকাল মানেই ধোঁয়া ওঠা এক কাপ গরম চা। আড্ডা, অফিসের কাজের ফাঁকে এনার্জি বুস্টার কিংবা বৃষ্টির দিনে মুড ভালো করার ম্যাজিক সবখানেই ‘চা’ আমাদের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন, যদি টানা ৩ মাস বা ৯০ দিনের জন্য এই চায়ের কাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন, তবে শরীরে ঠিক কী কী পরিবর্তন ঘটবে? থানের এক চিকিৎসক এ বিষয়ে চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, চা খাওয়া পুরোপুরি ছেড়ে দিলে শরীরে যে পরিবর্তনগুলো আসে, তা একদিনে হঠাৎ বোঝা যায় না। কয়েকটি পর্যায়ে বদল আসে। ধীরে ধীরে ওই ব্যক্তি তা উপলব্ধি করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহ

চায়ের উপর যাঁদের তীব্র নির্ভরতা, তাঁদের জন্য প্রথম ১৪ দিন হবে মারাত্মক চ্যালেঞ্জিং। চিকিৎসকরা বলছেন, হঠাৎ শরীর ক্যাফিন পাওয়া বন্ধ করে দিলে কিছু সাময়িক সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন:

লক্ষণ: তীব্র মাথাব্যথা, ক্লান্তি, খিটখিটে মেজাজ, কাজে মনোযোগ দিতে না পারা এবং বারবার চা খাওয়ার ইচ্ছে।

কারণ: একে বলা হয় ‘ক্যাফিন উইথড্রল সিম্পটম’। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, শরীর নতুন এই নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শুরু করলে এই সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে কেটে যায়।

তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহ প্রথম দুই সপ্তাহের ধকল কাটিয়ে ওঠার পর, শরীর নিজের ছন্দ ফিরে পেতে শুরু করে। ক্যাফিনের কারণে রক্তে শক্তির যে হঠাৎ উত্থান-পতন হতো, তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সারাদিন ধরে শরীরে একটা স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল শক্তির মাত্রা বজায় থাকে। অলসতা দূর করতে বা কাজে মন দিতে ‘এক কাপ চা খেতেই হবে’ এই মানসিক নির্ভরতাও কমে আসে। তিন মাস পর কী ধরনের পরিবর্তন আশা করতে পারেন? টানা ৯০ দিন যখন পূর্ণ হবে, তখন আপনার শরীর এই ক্যাফিন-মুক্ত লাইফস্টাইলের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নেবে।

গভীর ও আরামের ঘুম: চায়ে থাকা ক্যাফিন আমাদের ঘুমের সাইকেল নষ্ট করে। বিশেষ করে যাঁরা বিকেল বা সন্ধ্যার পর চা খান, তাঁদের চা ছাড়ার পর ঘুমের মান অনেক উন্নত হয়। অনিদ্রাজনিত সমস্যা কমে।

হজম প্রক্রিয়ার উন্নতি: অনেকেই সকালে খালি পেটে চা খান। এর ফলে অ্যাসিড তৈরি হয়। ৯০ দিন চা না খেলে অ্যাসিডিটি, বুক জ্বালা এবং পেট ফাঁপার মতো সমস্যা কমে যায়।

হৃদযন্ত্রের সুরক্ষা ও উজ্জ্বল দাঁত: অতিরিক্ত ক্যাফিন গ্রহণ বন্ধ হলে তা পরোক্ষ ভাবে হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। একইসঙ্গে দাঁতের হলেদেটে ছোপ অনেকটাই ফিকে হতে থাকে। তাহলে কি চা একেবারেই খাবেন না? একদমই নয়! চা যদি পরিমিত পরিমাণে (দিনে ১-২ কাপ) খাওয়া হয়, তবে তা স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার অংশ হতেই পারে। পুষ্টিবিদরা বলছেন, সমস্যা তখনই হয়, যখন কেউ ক্লান্তির সঙ্গে লড়াই করতে দিনে ৫ থেকে ১০ কাপ চা খাওয়া শুরু করেন কিংবা চায়ের প্রতি যদি কারও নির্ভরশীলতা তৈরি হয়।

বর্ষায় ত্বকের যত্নে চাই সম্পূর্ণ ভিন্ন রুটিন

গরমের পর বর্ষার আগমন স্বস্তি এনে দিলেও এই সময় ত্বকের সমস্যা অনেকটাই বেড়ে যায়। বৃষ্টির সঙ্গে বাড়তে থাকা আর্দ্রতার কারণে অনেকেরই ব্রণ, অতিরিক্ত তেলতেলে ভাব, চুলকানি বা ছত্রাকজনিত সংক্রমণের সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষাকালে ত্বক সুস্থ রাখতে স্কিনকেয়ার রুটিনে কয়েকটি ছোট পরিবর্তন করলে অনেক সমস্যার ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

বর্ষায় কেন বাড়ে ব্রণের সমস্যা?

বর্ষাকালে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে ঘাম সহজে শুকোতে পারে না এবং ত্বকের উপর ঘাম ও তেল একসঙ্গে জমে রোমছিদ্র বন্ধ করে দেয়। এর ফলে সহজেই ব্রণ দেখা দেয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সময় ফাঙ্গাল অ্যাকনে-এর ঝুঁকিও বাড়ে। এটি সাধারণ ব্রণের মতো দেখালেও আসলে ছত্রাকজনিত সংক্রমণ। সাধারণত কপাল, বুক বা পিঠে ছোট ছোট চুলকানিযুক্ত ফুসকুড়ি দেখা যায়। এই ধরনের সমস্যায় সাধারণ ব্রণের ওষুধ নয়, অ্যান্টি-ফাঙ্গাল চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। বর্ষায় কী ভাবে ত্বকের যত্ন নেবেন? মাইল্ড ফেসওয়াশ ব্যবহার করুন দিনে দু’বার জেল-ভিত্তিক বা ওয়াটার-বেসড ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। অতিরিক্ত মুখ ধুলে ত্বকের প্রাকৃতিক ব্যারিয়ার নষ্ট হয় এবং উল্টে আরও বেশি তেল নিঃসৃত হতে পারে। নিয়াসিনামাইড, জিঙ্ক পিসিএ বা অল্পমাত্রার স্যালিসিলিক অ্যাসিডযুক্ত ক্লিনজার ব্যবহার করলে উপকার মিলতে পারে। ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার বন্ধ করবেন না অনেকেই বর্ষায় ত্বক তেলতেলে লাগে বলে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার বন্ধ করে দেন। এটি বড় ভুল। ত্বক শুষ্ক হয়ে গেলে শরীর আরও বেশি তেল তৈরি করতে শুরু করে। তাই হালকা, জলভিত্তিক ময়েশ্চারাইজার বা হায়ালুরোনিক অ্যাসিড জেল ব্যবহার করুন।

কারিপাতার তেল চুলের জন্য ভালো

চুল পড়ার সমস্যায় ভুগছেন? লম্বা, ঘন আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুলের জন্য বহু বছর ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে কারিপাতার তেল। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যামিনো অ্যাসিড, বিটা- ক্যারোটিন এবং অ্যালকালয়েড যা স্ক্যাল্পের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমিয়ে চুলের গোড়া মজবুত করে। কিন্তু কারিপাতার তেলের গুণ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব যদি এর সঙ্গে সঠিক কিছু ভেষজ উপাদান মিশিয়ে নেওয়া যায়? জানেন সেগুলি কী?

আমলকি - আয়ুর্বেদে আমলকিকে ‘মহৌষধ’ বলা হয়। এতে রয়েছে ভিটামিন সি, পলিফেনল এবং শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এই সব উপাদান অকালপক্কতা রোধ করতে এবং ফলিকলের অপুষ্টিজনিত সমসা নিরাময়ে অসাধারণ কাজ করে।

কী ভাবে তৈরি করবেন ?- এক কাপ কারিপাতার তেলের সঙ্গে কিছুটা গুঁড়ো বা রোদে শুকনো আমলকি মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে ছেঁকে কাচের বয়ামে ঢেলে রাখুন।

জবা ফুল ও পাতা- জবা ফুলে রয়েছে ফ্ল্যাভনয়েড এবং অ্যামিনো অ্যাসিড। এই উপাদান স্ক্যাল্পে পুষ্টি জোগায়, চুলকে রাখে রেশমের মতো। গবেষণায় দেখা গিয়েছে জবা ফুলের নির্যাস হেয়ার ফলিকলকে উদ্দীপিত করে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।

কী ভাবে তৈরি করবেন?- এক কাপ কারিপাতার তেলের সঙ্গে কয়েকটি জবাফুল বা পাতা ভালো করে ফুটিয়ে নিন। তেল স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে ছেঁকে নিন। কাচের বায়ুরোধী পাত্রে ঢেলে রাখুন।

রোজমেরি- আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক চিকিৎসার মেলবন্ধনে রোজমেরি অয়েল এখন শীর্ষে। ২০১৫ সালের ‘জার্নাল স্কিনমেড’-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুযায়ী, চুল গজানোর ক্ষেত্রে ২ শতাংশ মিনোক্সিডিলের যে ভাবে কাজ করে, ঠিক একইরকম ভূমিকা পালন করে রোজমেরি। স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে তুলতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে এই ভেষজ।

কী ভাবে তৈরি করবেন?- এক কাপ কারিপাতার তেলের সঙ্গে একমুঠো রোজমেরি মিশিয়ে নিন। ভালো ভাবে ফুটিয়ে গ্যাস বন্ধ করে রাখুন। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে ছেঁকে কাচের বয়ামে ভরে রাখুন।

মেথিদানা মেথিতে রয়েছে প্রোটিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড এবং আয়রনের মাত্রা রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। মেথির পিচ্ছিল উপাদান চুল এবং স্ক্যাল্পের শুষ্ক ভাব দূর করতে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মেথির নির্যাস ‘ডার্মাল প্যাপিলা’ কোষের কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে।

কী ভাবে তৈরি করবেন? কারিপাতার তেলের সঙ্গে এক-দু চামচ মেথি দানা ভালো করে ফুটিয়ে নিন। গ্যাস বন্ধ করে রেখে দিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা। ছাঁকার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে কাচের বায়ুরোধী পাত্রে রেখে দিলেই হলো।

কালোজিরে- কালো জিরেতে রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটেরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান। হেয়ার থিনিং রুখতে এটি বিশেষ ভাবে সহায়ক। চুলের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে সপ্তাহে অন্তত তিন দিন এই কারিপাতার সঙ্গে কালোজিরে মিশিয়ে মাখতে হবে।

কী ভাবে তৈরি করবেন?- ১ চামচ গুঁড়ো বা থেঁতো করা কালোজিরে কারিপাতার তেলের সঙ্গে মিশিয়ে হালকা আঁচে ১০ মিনিট ফুটিয়ে ছেঁকে নিন। ঠান্ডা হলে কাচের বায়ুরোধী পাত্রে ভরে রাখুন।

পায়ের যত্ন নিতে ভুলবেন না

ব্যস্ত জীবনে সবসময় স্পা-তে যাওয়ার সুযোগ হয় না। তাই বলে নিজের যত্ন নেওয়া বন্ধ করে দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। অল্প কিছু সময় বের করে বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারেন আরামদায়ক ‘হোম স্পা’। এতে যেমন মানসিক চাপ কমবে, তেমনই ত্বক, চুল এবং শরীরও পাবে প্রয়োজনীয় যত্ন। ঘরে থাকা সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়েই সহজে করা যায় এই বিউটি রুটিন। সঙ্গে কী কী রাখবেন? ১. ঘরোয়া বডি স্ক্রাব দিয়ে শুরু করুন স্পা ডে শুরু করতে পারেন একটি সহজ ডিআইওয়াই বডি স্ক্রাব দিয়ে। এর জন্য সম পরিমাণ চিনি ও হালকা গরম নারকেল তেল ভালো ভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর ভেজা ত্বকে গোলাকার ভাবে আলতো হাতে ম্যাসাজ করুন। এতে ত্বকের মৃত কোষ দূর হবে, রক্তসঞ্চালন বাড়বে এবং ত্বক হবে আরও কোমল ও সতেজ। শেষে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ভালো মানের ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন।২. ত্বকের জন্য ব্যবহার করুন ঘরোয়া ফেস মাস্ক ত্বকের পুষ্টির প্রয়োজন মেটাতে তৈরি করতে পারেন একটি সহজ ফেস মাস্ক। টক দই ও মধু একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। এতে ত্বক নরম, মসৃণ ও আর্দ্র থাকবে। চাইলে এর সঙ্গে সামান্য হলুদ বা পাকা অ্যাভোকাডো মিশিয়ে নিতে পারেন। হলুদ ত্বকের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে, আর অ্যাভোকাডো ত্বককে গভীর ভাবে পুষ্টি জোগায়।৩. চুলের জন্য পুষ্টিকর হেয়ার মাস্ক লাগান চুলের প্রয়োজন অনুযায়ী রান্নাঘরের উপকরণ দিয়েই বানানো যায় কার্যকর হেয়ার মাস্ক। শুষ্ক ও ক্ষতিগ্রস্ত চুলের জন্য পাকা অ্যাভোকাডো ও অলিভ অয়েল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। অন্যদিকে চুল ঘন, উজ্জ্বল ও মসৃণ করতে কলা, মধু, ডিম এবং অলিভ অয়েলের মিশ্রণ বেশ উপকারী। মাস্কটি ২০ থেকে ৩০ মিনিট রেখে মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৪. পায়ের যত্ন নিতে ভুলবেন না আমরা অনেক সময় মুখ ও চুলের যত্ন নিলেও পায়ের যত্ন নিতে ভুলে যাই। একটি বড় পাত্রে হালকা গরম জল নিয়ে তাতে কিছুক্ষণ পা ভিজিয়ে রাখুন। এরপর ওটস, সামুদ্রিক লবণ এবং অলিভ অয়েল মিশিয়ে তৈরি স্ক্রাব দিয়ে পায়ের মৃত কোষ আলতো ভাবে তুলে ফেলুন। শেষে পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে মুছে ভালো করে ময়েশ্চারাইজার লাগান। এতে পায়ের ত্বক নরম ও মসৃণ থাকবে।

৫. লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ ম্যাসাজে হোক শেষ হোম স্পা রুটিনের শেষে হালকা লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ ম্যাসাজ করলে শরীর আরও আরাম অনুভব করে। এই ধরনের ম্যাসাজ রক্তসঞ্চালন উন্নত করতে এবং শরীরের স্বাভাবিক লিম্ফ প্রবাহকে উদ্দীপিত করতে সাহায্য করতে পারে। ঘাড় থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে নিচের দিকে হাত দিয়ে আলতো চাপ দিয়ে ম্যাসাজ করুন। সবসময় লিম্ফ নোডের দিকেই হাতের গতিপথ রাখুন এবং খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করবেন না।

২২টি ত্রাণ শিবিরে ২৫৮৯ জন

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মারাত্মকভাবে এবং ৭টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, লংতরাই ভ্যালিতে ৪৩টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ৬৭টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ১৫৭টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করেছে প্রশাসন।

এছাড়া গণ্ডাতুইসা মহকুমায় ৭টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ১৫টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা চালিয়ে আর্থিক সহায়তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ত্রিপুরাজুড়ে টানা ভারী বৃষ্টিতে একাধিক জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ত্রিপুরা জুড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। এদিকে, আইএমডি-র তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় ধলাই জেলার ছাওমনুতে রাজ্যের সর্বোচ্চ ১৩৯.২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ১০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে ধলাই জেলার আমবাসা (১১০.৬ মিমি), গণ্ডাছড়া (১০২.৫ মিমি), পশ্চিম ত্রিপুরার লেম্বুছড়া (১০৫.৫ মিমি) এবং আগরতলার জেলা শাসকের কার্যালয় (ডিএম অফিস) এলাকায় (১০২ মিমি)। টানা বৃষ্টিতে কয়েকদিনের অস্বস্তিকর গরম ও আর্দ্রতা থেকে স্বস্তি মিললেও, নিচু এলাকায় জল জমা, যান চলাচলে বিঘ্ন এবং পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমিধসের আশঙ্কা বেড়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয়েছে লেম্বুছড়ায় ১০৫.৫ মিলিমিটার, ডিএম অফিস এলাকায় ১০২ মিলিমিটার, সচিবালয় ৯৫.৫ মিলিমিটার, আগরতলা বিমানবন্দরে ৮৮.৫ মিলিমিটার, হেজামারায় ৮২.৮ মিলিমিটার এবং হাওড়ায় ৮১.৮ মিলিমিটার। ধলাই জেলায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে ছামনুতে ১৩৯.২ মিলিমিটার। এছাড়া আমবাসায় ১১০.৬ মিলিমিটার, গণ্ডাছড়ায় ১০২.৫ মিলিমিটার এবং মনুঘাটে ১০০.২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। কমলপুরে ৩৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হলেও, ছৈলেংটায় কোনো বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়নি, যা জেলার মধ্যে মৌসুমি বৃষ্টির অসম বণ্টনের চিত্র তুলে ধরেছে। ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ৯২.৫ মিলিমিটার, নিদেবিতে ৮৫.২ মিলিমিটার, কৈলাশহরে ৫৮.৮ মিলিমিটার এবং দশমীঘাট ও নূতনবাজারে ৪৬.২ মিলিমিটার করে বৃষ্টিপাত হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরায় সাব্রুমে ৮৭ মিলিমিটার, বগাফায় ৫৬.২ মিলিমিটার, বিলোনিয়ায় ৫৩.৪ মিলিমিটার এবং রাজনগরে ১৯.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ও চুড়াইবাড়িতে ৫৮.৫ মিলিমিটার করে, পানিসাগরে ৫৬.৫ মিলিমিটার এবং আনন্দবাজারে ৪৯.৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। খোয়াই জেলায় বিভিন্ন এলাকায় ২৮.৪ থেকে ৫৫.৫ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে। গোমতী জেলার অমরপুরে ৫৫.৬ মিলিমিটার এবং উদয়পুরে ৪৫.৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। অন্যদিকে সিপাহীজলা জেলায় তুলনামূলকভাবে কম বৃষ্টি হয়েছে। বিশালগড়ে মাত্র ২.৪ মিলিমিটার এবং সোনামুড়া-মোহনভোগ এলাকায় ৩৯.৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ত্রিপুরার ওপর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এখনও সক্রিয় রয়েছে। আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দফায় দফায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রেখে ধ্বসপ্রবণ নিম্নাঞ্চল এবং ভূমিধসপ্রবণ পাহাড়ি এলাকায় প্রশাসনকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

[illegible]

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ২২টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে। এসব শিবিরে ৪৩৪টি পরিবারের মোট ২,৫৮৯ জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত এই দুর্যোগে কোনো প্রাণহানি বা আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। বিদ্যুতের খুঁটি বা বিদ্যুৎ পরিকাঠামোরও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানো হচ্ছে। রাস্তা পরিষ্কার, উদ্ধারকাজ, ত্রাণ বিতরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের কাজ জোরকদমে চলছে। পাশাপাশি আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় নদী তীরবর্তী ও পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার এবং প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিকে, টানা ভারী বর্ষণের জেরে ছাওমনু—আমতলী ব্রিজ সংলগ্ন সড়কের একাংশ ভেঙে পড়েছে। গত কয়েক দিনের অবিরাম বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় উদ্বেগ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। এই সড়কটি প্রতিদিন এলাকার অসংখ্য সাধারণ মানুষ, যাত্রীবাহী যানবাহন এবং পণ্যবাহী গাড়ির চলাচলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগপথ। কিন্তু রাস্তার একাংশ ধসে পড়ায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে এবং যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দ্রুত ভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। তাই অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত, ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যানবাহন চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। অপরদিকে, টানা ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে ধলাই নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় জরুরি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে আমবাসা মহকুমা প্রশাসন।

পাশাপাশি ইতিমধ্যেই কয়েকটি স্থানে ভূমিধসের ঘটনাও ঘটেছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে ধলাই নদী সংলগ্ন নিম্নাঞ্চল এবং পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে। নদী, ছড়া, খাল এবং পাহাড়ের ঢাল সংলগ্ন এলাকায় অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, ভূমিধসপ্রবণ পাহাড়ি ঢাল ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে অবস্থান না করে প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে অথবা আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যেতে হবে। শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং গবাদিপশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, প্রয়োজনীয় ওষুধ, টর্চলাইট, মোবাইল ফোনের চার্জার বা পাওয়ার ব্যাঙ্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মহকুমা প্রশাসন জানিয়েছে, স্থানীয় প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে এবং প্রয়োজনে দ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। একই সঙ্গে গুজবে বিভ্রান্ত না হয়ে শুধুমাত্র প্রশাসনের প্রচারিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে আমবাসা মহকুমা প্রশাসন। অন্যদিকে, টানা একদিনের ভারী বৃষ্টিতে বিপজ্জনকভাবে ফুলেফেঁপে উঠেছে মনু নদী। নদীর জল উপচে মনুঘাটের ঘতগাছো পাড়া প্লাবিত হওয়ায় অন্তত ৩৬টি পরিবার ঘরছাড়া হয়েছে। বহু বাড়িতে কোমর সমান জল ঢুকে পড়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় প্রশাসনের উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাদের নিকটবর্তী স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং মনু টাউন হলে অস্থায়ীভাবে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকা পরিদর্শনে যান মনু-ছৈলেংটা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার এমডিসি হলিউড চাকমা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট সুব্রত দাসসহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বন্যা পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ অব্যাহত রয়েছে। তবে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় নদীর জলস্তর আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই নদী-তীরবর্তী ও নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে প্রশাসন। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ল বামুটিয়া বিধানসভা এলাকার বৃন্দাবন চৌমুহনী। বুধবার বিকেলে আঘাত হানা ঝড়ে অসংখ্য গাছ উপড়ে পড়ে, ক্ষতিগ্রস্ত হয় বহু বসতবাড়ি, বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পাশাপাশি একটি হাঁসের খামারেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঝড়ের তীব্রতায় মুহূর্তের মধ্যেই স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বহু বড় গাছ উপড়ে বিভিন্ন সড়কের ওপর পড়ে যাওয়ায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। একাধিক টিন ও কাঁচা ঘরের চাল উড়ে যায়, অনেক বাড়ির দেয়াল ও অন্যান্য অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদ্যুতের খুঁটি ও তার ছিঁড়ে পড়ায় দীর্ঘ সময় ধরে গোটা এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ঝড়ে একটি হাঁসের খামারেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বহু হাঁস মারা যাওয়ার পাশাপাশি খামারের অবকাঠামো ভেঙে পড়েছে। কৃষিজমি, ফলদ ও বনজ গাছপালা এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ঝড় থেমে যাওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের উদ্যোগে ঘরবাড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার করার কাজ শুরু করেন। তবে বহু পরিবার এখনও খোলা আকাশের নিচে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বিভিন্ন সড়কে উপড়ে পড়া গাছের কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থাও আংশিকভাবে ব্যাহত রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে বামুটিয়া বিধানসভার বিধায়ক নয়ন সরকার দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিপিআই(এম) নেতা পার্থ দাস, বিষ্ণু দাসসহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন এবং ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব চিত্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে বিধায়ক নয়ন সরকার বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে প্রশাসনকে দ্রুত দাঁড়াতে হবে। তিনি জানান, মোহনপুর মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান, দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরুদ্ধার, রাস্তা থেকে উপড়ে পড়া গাছ অপসারণ এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হবে। এদিকে, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। এলাকাবাসীর দাবি, প্রশাসন দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির সঠিক মূল্যায়ন করে আর্থিক সহায়তা, ত্রাণ সামগ্রী এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, যাতে দুর্গত পরিবারগুলো দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে। অন্যদিকে, টানা দু-তিন দিনের প্রবল বর্ষণে বিপজ্জনকভাবে বেড়েছে খোয়াই নদীর জলস্তর। নদীর জল উপচে তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদ ও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলের একাধিক নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যেই বহু পরিবারের বসতবাড়িতে জল ঢুকে পড়ায় নিরাপত্তার স্বার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৭টি ত্রাণ ও আশ্রয় শিবির খুলেছে প্রশাসন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর, ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের দশমীঘাট এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিনগর এলাকা। পাশাপাশি তৃষাবাড়ি, মোহরছড়া ও কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নদীতীরবর্তী বিভিন্ন এলাকাতেও বাড়িঘরে জল ঢুকে পড়েছে। অনেক পরিবার মূল্যবান

[illegible]

একাংশ বাসিন্দা। তাঁদের অভিযোগ, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগের অভাবেই সাধারণ মানুষকে এই দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতির জন্য শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। একই সঙ্গে আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনে বাইরে বের না হওয়া এবং সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বিস্তারিত আরও জানা গেছে, কয়েকদিনের তীব্র গরমের পর মাঝারি বৃষ্টিতে স্বস্তি ফিরলেও ধর্মনগর শহর ও পুরপরিষদ এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে সামনে এসেছে নাগরিক পরিকাঠামোর দুর্বল চিত্র। একদিকে বহু কাঁচা রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে মাঝারি বৃষ্টিতেই শহরের একাধিক এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ধর্মনগর পুরপরিষদের অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়ার্ডে এখনও বহু রাস্তা কাঁচা অবস্থায় রয়েছে। বর্ষা শুরু হতেই এসব রাস্তায় কাদা ও জল জমে প্রতিদিনের যাতায়াত কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, কর্মজীবী মানুষ, প্রবীণ নাগরিক এবং অসুস্থ রোগীরা। কাঁচা ও পিচ্ছিল রাস্তার কারণে যানবাহন চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে, ফলে জরুরি পরিষেবা পৌঁছাতেও সমস্যা তৈরি হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা পাকা করার দাবি জানানো হলেও বাস্তবে তার তেমন কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি। উন্নয়নের নানা দাবি থাকলেও বহু এলাকায় মৌলিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন এখনও অধরাই রয়ে গেছে। তাঁদের দাবি, পুরপরিষদের অধীন সমস্ত কাঁচা রাস্তার তালিকা তৈরি করে পর্যায়ক্রমে সেগুলি পাকা করার উদ্যোগ নেওয়া হোক। এদিকে, সোমবার থেকে শুরু হওয়া মাঝারি বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন নিচু এলাকায় জল জমে যায়। বহু রাস্তায় হাঁটুসমান জল জমায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয় এবং পথচারীদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কে জলাবদ্ধতার কারণে যানজটেরও সৃষ্টি হয়। অনেক এলাকায় ড্রেন উপচে নোংরা জল রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ায় জনস্বাস্থ্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। বৃষ্টির কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রভাব পড়েছে। দোকানপাটে ক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে, জলমগ্ন রাস্তা পেরিয়ে স্কুল-কলেজে যেতে সমস্যায় পড়েছেন পড়ুয়ারা। অফিসগামীদেরও নির্ধারিত সময়ে কর্মস্থলে পৌঁছাতে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। তবে বৃষ্টিতে স্বস্তির খবরও রয়েছে। দীর্ঘদিনের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি বর্তমানে আমন ধানের চারা রোপণের মৌসুম চলায় এই বৃষ্টিকে আশীর্বাদ হিসেবে দেখছেন কৃষকরা। তাঁদের মতে, আগামী কয়েকদিন নিয়মিত বৃষ্টিপাত হলে চাষাবাদের জন্য তা অত্যন্ত উপকারী হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, সামান্য বৃষ্টিতেই যদি শহরের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হয় এবং কাঁচা রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তবে নাগরিক পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তাই বর্ষাকালে মানুষের দুর্ভোগ কমাতে দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কাঁচা রাস্তাগুলির স্থায়ী সংস্কারে পুরপরিষদ ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের জরুরি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে, টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত মনাইপাথর এডিসি ভিলেজের একাধিক গ্রামীণ সড়কের বেহাল দশা প্রকাশ্যে এসেছে। কাদায় পরিপূর্ণ ও খানাখন্দে ভরা রাস্তাগুলির কারণে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। প্রতিদিনের যাতায়াত থেকে শুরু করে শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যসব ক্ষেত্রেই চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে স্থানীয়দের। মনাইপাথর এডিসি ভিলেজ কাঠালিয়া ব্লকের অন্যতম জনবহুল এলাকা। প্রায় ৯০০-রও বেশি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস এই গ্রামে। এলাকায় রয়েছে দুটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং একাধিক এসবি স্কুল। তবে বৃষ্টির জেরে রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ায় স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যেতে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনেক অভিভাবকও নিরাপত্তার কথা ভেবে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে গ্রামীণ সড়কগুলির সংস্কার না হওয়ায় অধিকাংশ রাস্তাই খানাখন্দে ভরে গেছে। সামান্য বৃষ্টিতেই সেই রাস্তা কাদাময় হয়ে পড়ে, ফলে যানবাহন তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটেও চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন পাড়া থেকে বাজারে যাওয়ার সংযোগকারী রাস্তাগুলির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ বলে দাবি এলাকাবাসীর।

নীলাম বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আগামি ১৬-০৭-২০২৬ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১০ টা হইতে দুপর ১১ টা পর্যন্ত- সিপাহীজলা জেলার যাত্রাপুর থানায় ৪০০টি কি-প্যাড মোবাইল ফোন পুনঃনিলাম হইবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে উক্ত নীলামে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাক্ষরঃ-
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা
বিশ্রামগঞ্জ

ICA/D-513/26

PNIT NO.: 06/EE/MNP/PWD(R&B)/2026-27 Date 06/07/2026

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl No.	DNIeT No.	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of bid/ Technical bid
1	DNIT No.04/DNIe-T/EE/MNP/ PWD(R&B)/2026-27	Upto 3.00 PM on 12/ 07/2026	At 10.00 AM on 13/ 07/2026 (If Possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

(For & on behalf of the Governor of Tripura)

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpu, west Tripura.

ICA/C-1110/26

NOTICE INVITING QUOTATION

In order to enhance the cultural ambience of the Administrative Building and preserve tribal heritage through permanent artistic installations, sealed quotations are hereby invited on behalf of the Directorate of Tribal Research & Cultural Institute, Agartala, from reputed and experienced firms/individuals for undertaking sculpture work on 6 (six) separate wall panels/blocks, each measuring 22 ft. x 6 ft., of the Administrative Building of the Directorate.

The detailed scope of work, theme/content,materials/resources and other terms & conditions may kindly be downloaded from the departmental website www.trci.tripura.gov.in or collected from the Directorate of the TR & CI, Govt of Tripura, Lambucherra.

Last Date & Time of Submission: 21/07/2026 up to 4.00 PM.

(Ruma Rudra Paul, TCS Gr.II)
Dy. Director
Tribal Research & Cultural Institute,
Govt. of Tripura.

ICA/C-1102/26

PNIT No. F. 06/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2026-27 date: 03-07-2026

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B) on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of work/DNIeT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No.02/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2026-27 (3rd Call)	19,10,125.00	38,203.00	180(One hundred eighty) days
2	DNIeT No.10/EE/ PWD(R&B)/KHW/ 2026-27	24,01,582.00	48,032.00	90(Ninety) Days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai Tripura

ICA/C-1101/26

CORRIGENDUM

In reference to PNIET No.06/EE/AGRI/N/2026-27 circulated vide office no.F.8(01)- Agri/Engg/N/2026-27/417-421, dated: 01/07/2026 the Last date and time for document downloading and bidding will be up to 15.00 Hrs 08/07/2026 instead of 15.00 Hrs 07/07/2026 and opening of the Technical Bid will be at 15:30 Hrs 08/07/2026 instead of 15.30 Hrs 07/07/2026 and other will be remain unchanged.

(Er. Sudhir Chandra Das)
Executive Engineer (North)
O/o the Executive Engineer (Agri)
Dharmanagar, North Tripura

ICA/C-1092/26

অক্ষয় অফার ২০২৬'-এর

● আটের পাতার পর

করতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজয়ীরাও তাঁদের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং এমন আকর্ষণীয় গ্রাহক পুরস্কার কর্মসূচির আয়োজনের জন্য স্বর্ণকমল জুয়েলার্সকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তাঁদের অনেকেই জানান, এই সম্মাননা তাঁদের পরিবারের জন্য এক স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে। একই সঙ্গে তাঁরা গ্রাহকদের জন্য নিয়মিত অভিনব উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করেন। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ত্রিপুরার অন্যতম বিশ্বস্ত গহনার ব্র্যান্ড হিসেবে গ্রাহকদের আস্থা অর্জন করে আসছে। আধুনিক ও নান্দনিক গহনার সংগ্রহ, আকর্ষণীয় উৎসব অফার এবং গ্রাহককেন্দ্রিক বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সবসময়ই নতুনত্ব উপহার দিয়ে চলেছে। 'স্বর্ণ অক্ষয় অফার ২০২৬'-এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তি আবারও প্রমাণ করল যে, গ্রাহকদের আনন্দ ও সাফল্য ভাগ করে নেওয়াই স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের মূল দর্শন এবং ত্রিপুরার প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক আরও দৃঢ় করাই তাদের অঙ্গীকার।

চিকিৎসকরা

● প্রথম পাতার পর

রাখতে পারেন, আবার কেউ সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে পারেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন চিকিৎসক তাঁদের ব্যক্তিগত চেম্বার পুনরায় খুলেছেন, অন্যদিকে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে চেম্বার বন্ধ করে দিয়েছেন। এর আগে চিকিৎসক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের দাবি জানানো হয়। তাদের মধ্যে রয়েছে অন্যান্য সমমানের মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন ও সুযোগ-সুবিধা, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য পদোন্নতি নীতি প্রণয়ন এবং মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিসের নিয়মে সংশোধন। সুপার-স্পেশালিটি বিভাগের চিকিৎসকরাও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে আলোচনায় স্বাস্থ্য সচিব চিকিৎসকদের ন্যায্য দাবিগুলি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি স্পষ্ট জানিয়েছেন, জিবি পন্ত হাসপাতালের চিকিৎসকদের বেসরকারি প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকার অনড় রয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে বিতর্কও তৈরি হয়েছে। অনেকের প্রশ্ন, শুধুমাত্র জিবি পন্ত হাসপাতাল ও এজিএমসির চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে, অথচ অন্যান্য সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকরা এর আওতার বাইরে থাকছেন কেন। এদিকে ব্যক্তিগত চেম্বারে চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির সময়ে জিবি পন্ত হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে জনমনে যেমন ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, তেমনি চিকিৎসকদের একাংশের মধ্যেও বিভিন্ন উদ্বেগ ও আপত্তি অব্যাহত রয়েছে।

সশ্রম কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

দরজা বন্ধ করে অসৎ উদ্দেশ্যে জোরপূর্বক তার গোপনাঙ্গে স্পর্শ ও শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় এয়ারপোর্ট থানায় এয়ারপোর্ট থানার মামলা নং ০৭/২০২৪ রুজু হয়। মামলাটি পকসো আইনের ৪(২) ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(১) ধারা-সহ প্রাসঙ্গিক ধারায় তদন্ত করা হয়। তদন্তভারপ্রাপ্ত এয়ারপোর্ট থানার তৎকালীন সাব-ইন্সপেক্টর রাহুল দাস (বর্তমানে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় কর্মরত) তদন্ত সম্পূর্ণ করে ২০২৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ ও তদন্তে সন্তুষ্ট হয়ে আগরতলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক (কোর্ট নং-৩) অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আদালত তাকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ জানিয়েছে, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দোষীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

No.F.1 (A) APP/CCHSS/VIDYAJYOTI/-UDP/2023
Office of the Principal
Chandrapur Colony H/S School
Udaipur, Gomati Dist. Tripura.

Dated: 8th July 2026

Notice for Contractual Engagement

Application in plain paper is invited from bonafide residents of Tripura for engagement of the following post on Contractual basis. The appointment is purely on contract basis initially for a period of 1 (one) year from the engagement.

Sl No.	Name of Post	No of Post	Age Limit	Educational Qualification	Remuneration Per Month/ per Hour
1	Security Guard	1(One)	18-45 years (Upper age relaxable upto 5 years for SC/ST/PH Candidates)	Minimum Class V Pass from any recognised School.	Rs. 5000/- per month

The interested candidates who fulfill the criteria may submit their application in plain paper along with their bio-data and supporting documents in the office of the undersigned from **10th July to 15th July 2026 between 11.00 am to 3.00 pm**. Incomplete applications without required documents shall be rejected.

Date and time of Interview :- Date and time will be announced later on.

Venue of Interview: Chandrapur Colony H.S School,

No TA/DA is admissible for appearing in the interview.

If any unavoidable circumstance arises the interview may be postponed/cancelled without showing any reason. The authority reserves the right to make any changes in the advertisement if required.

Note:- The candidates have to produce all original documents on the day of interview.

Mausumi Saha
Principal
Chandrapur Colony H.S. School,
Chandrapur Udaipur, Gomati, Tripura.

SHOW CAUSE NOTICE

WHEREAS, It has been brought to the notice of the undersigned by Sri Basu Debbarma, Fr, I/C FPU Pecharthal the office report No.01/FPU-Pecharthal/2026-27 dated 03/04/2026 and vide his office letter No.F.03/FPU-PTL/2026-27/09-10 dated 23/04/2026 that on 03/04/2026 at about 01.00 A.M during the tie of patrolling duty with staff, he has apprehended 01 (one) no. vehicle bearing registration No.TR-05J-1773, chassis No. MAIZU2TNANIK95215, Engine No. Nil (Bolero Pick-up), colour: White from Pecharthal area with loaded over 1.012 cum teak sawn timber without permission of the authority, which apparently procured illegally.

AND WHEREAS, It has been reported by Sri Basu Debbarma, Fr, I/C FPU, Pecharthal has checked and seized the said vehicle registration No.TR-05J-1773, chassis No. MAIZU2TNANIK95215, Engine No. Nil (Bolero Pick-up), Colour: White from Pecharthal area and brought to the FPU, Pecharthal Office Complex, Pecharthal for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No F.7(89)/For/FP-86/ 14469 dated, 09/061987 of the forest department, Govt. of Tripura and No. (310)/For/FP-2016/ 25701-747 dated. 15/11/2016 of the additional secretary to the Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Section-2 of section-52(A) of the Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986, it is contemplated to confiscate the said seized vehicle No.TR-051-1773 chassis No. MAIZU2TNANIK95215, Engine No. Nil (Bolerc Pick-up), from Pecharthal area for its use in carrying of forest produces of questionable origin in commission of Forest Offence of Indian Forest Act, 1927 for its use in commission of Forest Offence under section 41(b),42,52(A) & 69 of IFA, 1927 and rules made there under by the Government of Tripura.

NOW THEREFORE, it is hereby brought to the notice of the legal owner(s) of the said vehicle to prefer his/her/their claim over the vehicle to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Kumarghat) within 30 (thirty) days from the date of issue of this notice along with the copies of all relevant documents regarding law fill ownership of the said seized vehicle within stipulate period to the undersigned, the decision regarding confiscation of the seized vehicle along with seized forest produces shall be taken ex-parte. Till such time the vehicle along with seized produce will remain under safe custody at FPU, Pecharthal Office Complex, Pecharthal. AND WHEREAS, MD. Nijam Uddin, S/O: Rejan Ali of North Hurua, Darmanagar, North Tripura, TR-799251 has preferred his authorized owner ship and claimed over the vehicle bearing registration No.TR-05J-1773, chassis No. MAIZU2TNANIK95215, Engine No. Nil (Bolero Pick-up), by submitting documents against said seized vehicle in support of his claim.

AND THEREFORE, Md.Nijam Uddin, S/o: Rejan Ali of North Hurua, Darmanagar, North Tripura, is hereby served upon notice to clarify as follows before the Authorized Officer (SDFO, Kumarghat) on any working days within 15(fifteen) days from the date of issue of this notice (1) Source of collection Teak Sawn Timber, (2) Is any GP & TP taken from the competent Authority for carrying of swan Timber & (3) Vehicle used for.carrying with having carrying license or not? Why does not the vehicle to be confiscated to the Government of Tripura for using in illegally carrying of forest produces by using this vehicle, your clarification should be submitted within stipulated days, falling which decision regarding confiscation of vehicle bearing registration No. TR-05J-1773, chassis No. MAIZU2TNANIK95215, Engine No. Nil (Bolero Pick-up) will be taken ex-parte.

Issued under my Seal & Signature this day on 07/07/2026

To
Md. Nijam Uddin, S/o Rejan Ali
North Hurua, Dharmanagar, North Tripura Pin-799251

(A.Datta,TFS]
Authorized Officer
Sub-Divisional Forest officer
Kumarghat, Forest Sub-Division.

ICA/D-507/26

NOTICE INVITING QUOTATION NO. 12/AGRI/EE/MECH/2026-27

On behalf of the 'Governor of Tripura, the Executive Engineer (Mech.), Mechanical Engineering Division, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Office Lane, Agartala invite sealed separate quotations from owners of vehicle having Commercial License for hiring of 1 (one) No. MARUTI EECO/WAGONR Vehicle for a period of 01 (one) year.

SL NO	Description of Work	Quantity	Cost of tender	Quotation dropping center	Last date & time for application & issue of tender documents	Date & time for dropping of quotation	Date & time for opening of quotation
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hiring of 01 (one) No. **Maruti Eeco/WAGONR along with driver** for official use by the Assistant Engineer (Mech.), Mechanical Engineering Division, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Office Lane, Agartala, Tripura (West) for a period of 01 (one) year. **(DNISQ No.: 09/AGRI/EE(M)/2026-27)**	01 (One) no.	Rs. 1,000.00 only.	O/o The Executive Engineer (Mech.) Department of Agriculture & F.W Office Lane, Agartala	13/07/2026 Up to 01:00 PM	13/07/2026 Up to 03:00pm	13/07/2026 at 04:00pm, if possible

For details, please contact to the office of the undersigned.

Sd/-
(Er. Falgun Debbarma)
Executive Engineer (Mech)
Department of Agriculture & F.W. Office Lane, Agartala

ICA/C-1095/26

বিপ্লব দেবের

● প্রথম পাতার পর

সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন ন তৎসঙ্গে ঐ মেডিসিন প্রস্তুতকারক সংস্থা থেকে মানবিক বা কম্পেনশনেট এক্সেস প্রোগ্রাম -এর আওতায় সুযোগ পাওয়ার বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই জীবনদায়ী চিকিৎসা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ও সহায়তা কামনা করেছেন তিনি। এই বিষয়টির বাস্তবিক দিক বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের সাথে আলোচনার পাশাপাশি শুধু বর্তমান চিকিৎসাই নয়, মনশ্রীর প্রয়োজনীয় পরবর্তী উন্নত চিকিৎসা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যেন সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যায়, সে বিষয়েও সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন বলে জানা গেছে। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছেন, শিশুটির চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাতে কোনো ধরনের প্রশাসনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা না থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে মনশ্রীর জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন মনশ্রীর পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের আশা, দ্রুত উন্নত চিকিৎসা শুরু হলে শিশুটির সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আরও বাড়বে।

সতর্কবার্তা

● প্রথম পাতার পর

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমিধসে অরুণাচল প্রদেশে অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ২১ জন এবং এখনও দুই মহিলা নিখোঁজ রয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ এবং জেলা প্রশাসন।

অন্যদিকে, ত্রিপুরায় বুধবার পশ্চিম ত্রিপুরা, খোয়াই, ধলাই এবং গোমতী জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় কমলা (অরেঞ্জ) সতর্কতা জারি করেছে আইএমডির আগরতলা আবহাওয়া কেন্দ্র।

রাজ্যের বাকি চারটি জেলার জন্য জারি করা হয়েছে হলুদ (ইয়েলো) সতর্কতা। এছাড়া ৯ জুলাই ত্রিপুরার সবকটি জেলার জন্য এবং ১০ জুলাই পশ্চিম ত্রিপুরা, খোয়াই, সিপাহিজলা, গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া ভারী বর্ষণের জেরে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় জনজীবন ব্যাহত হয়েছে। নিচু এলাকাগুলিতে জল জমে যাওয়ায় যান চলাচলেও সমস্যা দেখা দিয়েছে।

আইএমডি জানিয়েছে, চলতি বছর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় দু'দিন দেরিতে, অর্থাৎ ৭ জুন উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করে এবং ১০ জুনের মধ্যে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে বিস্তার লাভ করে। তবে বর্তমানে ভারী বৃষ্টিপাত হলেও জুন মাসে সিকিম ছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের বাকি সাতটি রাজ্যে বৃষ্টির ঘাটতি ছিল উল্লেখযোগ্য। বঙ্গোপসাগরে দুর্বল বৃষ্টিবাহী আবহাওয়া ব্যবস্থা, সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখার অনুপস্থিতি এবং এল নিনোর প্রভাবে এই ঘাটতি তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

আইএমডির তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রথম মাস জুনে উত্তর-পূর্ব ভারতে সামগ্রিকভাবে ৪০ শতাংশেরও বেশি বৃষ্টির ঘাটতি রেকর্ড করা হয়েছে। একমাত্র সিকিমেই স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। সেখানে জুন মাসে স্বাভাবিক ৪৩৮.২ মিলিমিটারের বিপরীতে ৫১৫.৯ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের জুলাই মাসে দেশজুড়ে গড় বৃষ্টিপাত দীর্ঘমেয়াদি গড় (এলপিএ)-এর ৯৪ শতাংশেরও কম থাকতে পারে, অর্থাৎ সার্বিকভাবে স্বাভাবিকের নিচে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নাবালিকা নির্যাতন মামলায় মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা, গ্রেপ্তারের দাবিতে মেলাঘরে তিপরা মথার বিক্ষোভ

মেলাঘর, ৯ জুলাই: মেলাঘর থানাধীন তেলকাজলা এলাকার বহুল আলোচিত নাবালিকা নির্যাতনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পিন্টু রঞ্জন ঘোষ এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে। ঘটনার পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে বিভিন্ন মহলে। এবার অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে পথে নামল তিপরা মথা। একই সঙ্গে অভিযুক্তকে আড়াল করতে "মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেন" বা "সেটিং"-এর বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন দলের মাইনোরিটি সেলের নেতা শাহ আলম মিয়া।

বৃহস্পতিবার মেলাঘরের লাল মিয়ার চৌমুহনী এলাকা থেকে টিপরা মথার উদ্যোগে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে প্রতিবাদ সভায় পরিণত হয়। বিক্ষোভকারীদের মূল দাবি ছিল, নাবালিকা নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত পিন্টু রঞ্জন ঘোষকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে হবে।

উল্লেখ্য, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বে কংগ্রেস, সিপিআই(এম) এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু এতদিন পরও অভিযুক্ত পলাতক থাকায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিপরা মথার মাইনোরিটি সেলের নেতা শাহ আলম মিয়া বলেন, 'পিন্টু রঞ্জন ঘোষ কোনো আত্মগোপনে নেই। সে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে বাঁচানোর জন্য পর্দার আড়ালে মোটা অঙ্কের টাকার "সেটিং" বা লেনদেন চলছে। পুলিশ প্রশাসন কেন তাকে গ্রেপ্তার করছে না, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠছে। আমরা অবিলম্বে এই অপরাধীর গ্রেপ্তার চাই। অন্যথায় আন্দোলন আরও তীব্র হবে।'

শাহ আলম মিয়ার এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও তাঁর তোলা "আর্থিক সেটিং"-এর অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি এবং এই অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকেও এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

এখন নজর মেলাঘর থানার পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। রাজনৈতিক চাপ এবং জনমতের প্রেক্ষিতে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে প্রশাসন কতটা দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেটাই এখন দেখার।

সিপিআই(এম) নেতার রাবার বাগান ফের তছনছের অভিযোগ, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ

আগরতলা, ৮ জুলাই: মধুপুর থানাধীন পুরাথল রাজনগর এলাকায় এক সিপিআই(এম) নেতার রাবার বাগান পরপর তিন বছর ধরে দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগকারী দেবপ্রসাদ চৌধুরী ওরফে দেবল দাবি করেছেন, রাজনৈতিক কারণে পরিকল্পিতভাবে তাঁর রাবার বাগান নষ্ট করা হচ্ছে। তবে এ বিষয়ে এখনো পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দেবপ্রসাদ চৌধুরীর অভিযোগ, তিনি বন্ধন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নিজের জমিতে রাবার বাগান গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু গত তিন বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে দুষ্কৃতীরা তাঁর বাগানে হামলা চালিয়ে রাবার গাছ কেটে ও ভেঙে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছে। প্রথম ও দ্বিতীয়বারের ঘটনার পর তিনি মধুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু অভিযোগের ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত কোনো অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার বা চিহ্নিত করা যায়নি বলে দাবি তাঁর। তিনি আরও অভিযোগ করেন, চলতি বছরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রাবার গাছ কেটে ও ভেঙে তছনছ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, পুরাথল রাজনগর এলাকার কিছু দুষ্কৃতী এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। যদিও তাদের পরিচয় সম্পর্কে তিনি অবগত বলে দাবি করলেও, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে প্রকাশ্যে কারও নাম বলতে চাননি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মিডিয়া ও কমিউনিকেশন অফিসারদের তৃতীয় একদিনের সম্মেলনের আয়োজন করেছে ইসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: ভারতের নির্বাচন কমিশন মিডিয়া ও যোগাযোগ কর্মকর্তাদের জন্য তৃতীয় একদিনের সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এতে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মিডিয়া নোডাল অফিসার, সোশ্যাল মিডিয়া নোডাল অফিসার এবং বিভিন্ন জেলার রাজ্য জনসংযোগ দপ্তরের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।

এই সম্মেলনে ১০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রায় ২০০ জন মিডিয়া ও যোগাযোগ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিডিয়া নোডাল অফিসার, সোশ্যাল মিডিয়া নোডাল অফিসার, জেলা মিডিয়া নোডাল অফিসার/জেলা জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য জনসংযোগ দপ্তরের ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার ড. বিবেক যোশী।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি কার্যক্রম ভারতের সংবিধান, নির্বাচন-সংক্রান্ত আইন এবং সময়ে সময়ে জারি করা লিখিত নির্দেশিকার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হয়। তিনি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভুয়া প্রচার ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সম্পর্কে কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান এবং বলেন, ভুল তথ্যের বিস্তার রোধে কর্মকর্তাদের সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটদানের হার প্রমাণ করে যে দেশের ভোটাররা ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর গভীর আস্থা রাখেন।

নির্বাচন কমিশনার ড. বিবেক যোশী তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান ডিজিটাল যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিপফেক, বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরি কৃত্রিম কনটেন্ট এবং নানা ধরনের অপপ্রচারমূলক বিষয়বস্তু বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ছড়িয়ে দিচ্ছে, যাতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা ক্ষুন্ন হয়। তিনি মিডিয়া ও যোগাযোগ কর্মকর্তাদের কমিশনের নিয়ম, নির্দেশনা ও গাইডলাইন অনুসরণ করে এসব অপচেষ্টার কার্যকর মোকাবিলা করার আহ্বান জানান।

সম্মেলনের শুরুতে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পুরো সময়জুড়ে-ভোটার তালিকা প্রস্তুত থেকে ভোটগ্রহণ পর্যন্ত- যোগাযোগ কৌশল, ইসিআইএনইটি, গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিধান এবং গণমাধ্যম-সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এছাড়া প্রেস নোট প্রস্তুত ও তা গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রচার, ভুয়া তথ্য ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা মোকাবিলা, ভোটার সচেতনতা ক্লাব-এর মাধ্যমে তরুণ ভোটারদের সম্পৃক্ত করা এবং নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন উদ্যোগ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের দলভিত্তিকভাবে ভোটার তালিকা প্রস্তুত, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং ভোট গণনা প্রক্রিয়ার প্রদর্শনী দেখানো হয়। পরে তাঁদের প্রদর্শনী এলাকা এবং মিডিয়া কর্নার ঘুরিয়ে দেখানো হয়। সম্মেলনের শেষে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

জনগণনা ২০২৭ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে অমরপুরে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: অমরপুরে জনগণনা ২০২৭ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে আজ অমরপুর মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দাস, অমরপুর বিএসি"র চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়া, মহকুমা শাসক অনুপম চক্রবর্তী, এই গণনা কাজের সাথে যুক্ত সুপারভাইজার ও এনুমেরেটরগণ।

সভায় মহকুমা শাসক অনুপম চক্রবর্তী জনগণনা ২০২৭ এর প্রথম পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও নির্দেশিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি এই জনগণনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন। মহকুমা শাসক জানান, আগামী ১৭ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত সময়ে জনগণনা ২০২৭ এর অঙ্গ হিসেবে সেলফ এনুমেরেশান প্রক্রিয়া চলবে। এছাড়া ১ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে এনুমেরেটরগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এজন্য অমরপুর নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ৪ জন সুপারভাইজার এবং ২৪ জন এনুমেরেটর নিযুক্ত করা হয়েছে।

কমলাসাগরে রাস্তার কাজ বন্ধের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি এলাকাবাসীর

আগরতলা, ৮ জুলাই : কমলাসাগর বিধানসভার ডুকলী ব্লকের অন্তর্গত ফুলতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের গাবতলী এলাকায় একটি গ্রামীণ রাস্তার নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শাসকদলের এক কর্মীর বাধার জেরে প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তার কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। যদিও অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রায়েরমুড়া, গাবতলী বড়চতল, ঈশানচন্দ্রনগর, ফুলতলী হয়ে সেকেরকোট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম এই রাস্তা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে বিশেষ করে বর্ষাকালে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হতো। রোগী পরিবহন, স্কুল-কলেজে যাতায়াত এবং দৈনন্দিন চলাচলে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো এলাকাবাসীকে।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিনের দাবি-দাওয়ার পর অবশেষে রাস্তার ইটের সলিং নির্মাণকাজ শুরু হয়। কিন্তু কাজ শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় ৩০০ মিটার অংশের নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বিজেপি কর্মী প্রসেনজিৎ ভৌমিক ওরফে অনা প্রভাব খাটিয়ে ওই অংশের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বাসিন্দাদের একাংশের প্রশ্ন, সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ কী কারণে বন্ধ রয়েছে এবং প্রশাসন এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নিচ্ছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। একইভাবে অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ ভৌমিকের প্রতিক্রিয়াও জানা যায়নি। ফলে অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

এলাকাবাসীর আশা, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জনস্বার্থে দ্রুত রাস্তার নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু হবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এম এল বাড়ি লেইন
প্রজ্ঞাবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অধ্যাপক দেবব্রত দাস

আগরতলা, ৮ জুলাই: দীর্ঘ কয়েক মাসের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন অধ্যাপক দেবব্রত দাস। নিয়মিত উপাচার্যের পদ দীর্ঘদিন শূন্য থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রভাব পড়ছিল। নতুন উপাচার্যের যোগদানের মাধ্যমে সেই অচলাবস্থার অবসান হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষার্থীরা।

সুর্যমণিনগরস্থিত ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক দেবব্রত দাস দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক শ্যামল দাসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক গঙ্গাপ্রসাদ প্রসাইনের বিদায়ের পর গত কয়েক মাস ধরে নিয়মিত উপাচার্য ছাড়াই চলছিল কেন্দ্রীয় এই বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন একাডেমিক কার্যক্রমে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। নতুন উপাচার্যের নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। অধ্যাপক দেবব্রত দাসের রয়েছে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠদান ও গবেষণায় তিন দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা। তিনি পূর্বে রাজীব গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

নতুন উপাচার্যের নেতৃত্বে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উৎকর্ষ, গবেষণার প্রসার এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মীরা।

৯ ও ১০ জুলাই আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ-২০২৬": শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: ত্রিপুরায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিল্পায়নের প্রসার এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আগামী ৯ ও ১০ জুলাই আগরতলার হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে দুই দিনব্যাপী "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ-২০২৬" অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষ্যে আজ হাপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের ইনডোর হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, টিআইডিসি-এর চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং দপ্তরের অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিকগণ।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা জানান, রাজ্যের শিল্প ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করা এবং দেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারীদের কাছে ত্রিপুরার সম্ভাবনাকে তুলে ধরাই এই কনক্লেভের মূল উদ্দেশ্য। তিনি জানান, কনক্লেভের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত থাকবেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন পাবলিক সেক্টর সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং ভারত সরকারের ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ। এছাড়া ক্যাবিনেট সচিবালয়ের বিশেষ সচিব কেশব কুমার পাঠক এবং প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. ভি. অনন্ত নাগেশ্বরন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। কনক্লেভে বাংলাদেশ, ফিলিপাইন, তিমুর-লেস্তে, লাও পিডিআর, কাজাখস্তান, চিলি, নেপাল, উজবেকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মালদ্বীপসহ বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ও হাইকমিশনের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করবেন। দেশ ও বিদেশ থেকে ৩০০-এরও বেশি শিল্পপতি, উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারী অংশগ্রহণের বিষয়টি ইতোমধ্যে নিশ্চিত করেছেন। বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে রাজ্য সরকার নয়াদিল্লি, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু ও গুয়াহাটি সহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে ধারাবাহিক রোড-শোর আয়োজন করেছে।

বর্তমানে গুজরাটেও এই প্রচার কার্যক্রম চলছে। কনক্লেভে দেশের বিভিন্ন শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী ও সংস্থা অংশগ্রহণ করবে। পাশাপাশি বিদেশি দূতাবাস ও হাইকমিশনের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে সামনে রেখে পর্যটন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি ও আইটিইএস, নবায়নযোগ্য শক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাবার, বাঁশ এবং আগরউড খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হবে সেক্টরভিত্তিক বিনিয়োগ সেশন, বিজনেস-টু-গভর্নমেন্ট বৈঠক এবং বিনিয়োগবান্ধব প্রদর্শনী। এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারী ও সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে সরাসরি মতবিনিময় এবং সম্ভাব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ-২০২৬" শুধুমাত্র বিনিয়োগ আহ্বানের একটি প্ল্যাটফর্ম নয় বরং ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ। রাজ্য সরকার আশা করছে, এই কনক্লেভের মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ, শিল্প স্থাপন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় দুর্ঘটনাপ্রবণ সড়কে বিশেষ পরিদর্শন, দ্রুত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের নির্দেশ

,বিলোনিয়া, ৮ জুলাই : সড়ক দুর্ঘটনা রোধে বড় পদক্ষেপ নিল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা রোড সেফটি টাস্ক ফোর্স। জেলার দুর্ঘটনাপ্রবণ জাতীয় সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথগুলিতে বিশেষ পরিদর্শন চালিয়ে একাধিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে টাস্ক ফোর্স।

পরিদর্শন অভিযানে জাতীয় সড়ক এনএইচ-১০৮এ, এনএইচ-০৮ এবং বিলোনিয়া-বারপাথারি সড়কের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অংশ ঘুরে দেখা হয়। পরিদর্শনকালে ক্ষতিগ্রস্ত ব্ল্যাকটপ রাস্তা, বিপজ্জনক বাঁক, অপর্যাপ্ত আলোকসজ্জা এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হয়। রতনপুর ও দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় ভাঙাচোরা রাস্তা দ্রুত সংস্কার ও সমতলকরণ, রাম্বল স্ট্রিপ বসানো, সৌরচালিত স্ট্রিট লাইট স্থাপন, ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে সুরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ এবং রাস্তার ধারে জমে থাকা মাটি ও আবর্জনা অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গাবুরছড়া এলাকায় রাস্তার পাশের প্রতিবন্ধকতা দ্রুত অপসারণ এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রাচীর নির্মাণের ওপর জোর দেওয়া হয়। অন্যদিকে বিলোনিয়া-বারপাথারি সড়কে সরু অংশ প্রশস্তকরণ, রাস্তার ধারের ঝোপঝাড় পরিষ্কার, রাম্বল স্ট্রিপ স্থাপন এবং যান চলাচলে শৃঙ্খলা আনতে প্লাস্টিক ট্রাফিক ডিভাইডার বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও এনএইচ-০৮-এর দশমী রিয়াংপাড়া, আলোইছড়া সেতু, জগন্নাথপাড়া, বৈখোরা এসএসবি ক্যাম্প, কলসীমুখ, জোলাইবাড়ি ব্লক ত্রিমুখী মোড়, জোলাইবাড়ি সিএইচসি মোড়, সঞ্চিরামবাড়ি, শাকবাড়ি মোড় এবং কোকোনাট বোর্ড সংলগ্ন এলাকাও পরিদর্শন করা হয়।

এক নিমিষে নিভে গেল তরতাজা প্রাণ

● আটের পাতার পর

ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন এবং ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় নদী থেকে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই আকস্মিক ঘটনায় দেবনাথ পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। হাসপাতাল চত্বরে স্বজনদের কান্নায় আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রতিবেশী ও এলাকাবাসীরাও শিবমের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

স্থানীয়দের মতে, মৃগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার বিষয়ে পরিবার ও সমাজের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে নদী, পুকুর বা অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে একা যেতে নিরুৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় নজরদারি বাড়ানো হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব হতে পারে। ঘটনায় গোটা এলাকায় গভীর শোকের আবহ বিরাজ করছে।

জন্মদিনে কেক নয়, ৩০ ইউনিট রক্তদান; ব্যতিক্রমী উদ্যোগে ৪৩তম জন্মদিন পালন সমাজসেবী শ্যামল কান্তি পালের

কমলপুর, ৯ জুলাই: জন্মদিন মানেই কেক কাটা বা জাঁকজমকপূর্ণ উদযাপনএই প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে মানবসেবাকেই প্রাধান্য দিলেন সমাজসেবী ও আইনজীবী শ্যামল কান্তি পাল। নিজের ৪৩তম জন্মদিন উপলক্ষে বুধবার কমলপুর মহকুমার বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে আয়োজন করলেন এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এদিন ৩০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয় এই মানবিক কর্মসূচি।

রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কমলপুরের বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, দুর্গাচৌমুহনি পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান সৌমিত্র গোপসহ মহকুমার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সমাজের আরও মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্যামল কান্তি পাল জানান, ২০১৯ সাল থেকেই তিনি নিজের জন্মদিনকে ব্যতিক্রমীভাবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেক কাটা বা আনুষ্ঠানিক আয়োজনের পরিবর্তে প্রতিবছর রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে আসছেন তিনি।

তিনি বলেন, 'এক ব্যাগ রক্ত একজন মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে পারে। তাই আমার কাছে জন্মদিনের সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো মানুষের জীবন রক্ষায় সামান্য হলেও অবদান রাখতে পারা।' এই রক্তদান শিবিরে স্থানীয় যুবসমাজ ও স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ কর্মসূচিকে আরও সফল করে তোলে। উপস্থিত অতিথিরা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজে স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতেও এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

কমলপুরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সিপিআই(এম) নেতা দেবাশিস দাসের বাড়ি পরিদর্শনে সিআইটিইউ ও সিপিআই(এম)-এর শীর্ষ নেতৃত্ব

কমলপুর, ৯ জুলাই: কমলপুর মহকুমার চানকাপ গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সিপিআই(এম) নেতা তথা সিআইটিইউ-র কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক দেবাশিস দাসের বাড়ি পরিদর্শন করলেন সিআইটিইউ এবং সিপিআই(এম)-এর রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য, গত রবিবার গভীর রাতে চানকাপ গ্রামে দেবাশিস দাসের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করেছে বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় বাড়ির ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্রসহ একাধিক মূল্যবান সামগ্রী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার পরদিনই সিপিআই(এম)-এর জেলা ও মহকুমা নেতৃত্ব ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং সমবেদনা জানান। বুধবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান সিআইটিইউ-র রাজ্য সম্পাদক ও প্রাক্তন সাংসদ শঙ্কর দত্ত, সিআইটিইউ-র রাজ্য কমিটির সদস্য নিরোধ সাহা, ধলাই জেলা সিপিআই(এম)-এর সম্পাদক অঞ্জন দাস, নারী নেত্রী কল্যাণী রায়সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং দেবাশিস দাসের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির বিষয়েও অবগত হন।

এদিকে, এই ঘটনাকে ঘিরে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তদন্ত ও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে সিপিআই(এম) ও সিআইটিইউ নেতৃত্ব।

এসএমএ-আক্রান্ত শিশু মনশ্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনায় মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে বিশেষ পূজা ও যজ্ঞ

উদয়পুর, ৯ জুলাই: স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি (এসএমএ) নামক বিরল জিনগত রোগে আক্রান্ত ত্রিপুরার হাঁপানিয়া এলাকার দুই বছর বয়সী মনশ্রী চৌধুরীর দ্রুত সুস্থতা কামনায় বুধবার উদয়পুরের ঐতিহ্যবাহী মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে বিশেষ পূজা ও যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। মন্দিরের পুরোহিতরা মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর চরণে শিশুটির আরোগ্য কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করেন।

জানা গেছে, বিরল এই রোগে আক্রান্ত মনশ্রীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন প্রায় ১৮ কোটি টাকা। বিপুল এই অর্থ সংগ্রহ করা পরিবারের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় শিশুটির জীবন বাঁচাতে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ, সামাজিক সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবীরা মানবিক উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন মাধ্যমে ইতোমধ্যেই তহবিল সংগ্রহও শুরু হয়েছে।

এই মানবিক উদ্যোগের অংশ হিসেবেই বুধবার মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে মনশ্রীর সুস্থতা কামনায় বিশেষ পূজা ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুটির দ্রুত আরোগ্য এবং সুস্থ জীবনে ফিরে আসার জন্য প্রার্থনা করেন মন্দিরের পুরোহিতরা। মন্দিরের পুরোহিত চন্দন চক্রবর্তী বলেন, 'ছোট্ট মনশ্রীর দ্রুত সুস্থতার জন্য আমরা মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছে প্রার্থনা করেছি। মায়ের আশীর্বাদে সে যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে, সেই কামনাই করেছি।'

তিনি আরও বলেন, এমন সংকটময় সময়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলের সম্মিলিত মানবিক উদ্যোগ ও সহানুভূতিই মনশ্রীর চিকিৎসার পথকে সহজ করে তুলতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, মনশ্রীর চিকিৎসার জন্য রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ছোট্ট এই শিশুটির জীবন বাঁচাতে সমাজের প্রতিটি মানুষের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতার আবেদনও জানানো হচ্ছে।

সলিড ওয়েষ্টম্যানেজমেন্ট২০২৬ বিষয়ক এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৮ ই জুলাই:- সলিড ওয়েষ্টম্যানেজমেন্ট২০২৬ বিষয়ক এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিলোনিয়া পৌর পরিষদের উদ্যোগে বুধবার বিলোনিয়ার আর্য্য কলোনী শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচির প্রদীপ প্রজ্বলন ও চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরবানের ডাইরেক্টর ড, তমাল মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি, বিলোনিয়া মহকুমা শাসক দেবজ্যোতি রায়, বিলোনিয়া পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের বর্জ্য পৃথকীকরণ, সঠিকভাবে বর্জ্য নিষ্পত্তি, পুনর্ব্যবহার (রিসাইক্লিং) এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ বান্ধব সমাজ গড়ে তোলার বিষয়ে সচেতন করে তোলা। অনুষ্ঠানে বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পৌর এলাকার বহু নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন, পরিবেশকে সুস্থ, স্বচ্ছ ও বাসযোগ্য রাখতে প্রত্যেক নাগরিককে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, পুনর্ব্যবহার (রিসাইক্লিং) বাড়ানো এবং যেখানে-সেখানে বর্জ্য না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। সকলের সম্মিলিত উদ্যোগেই একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব। পাশাপাশি প্লাষ্টিক ক্যারিবেগ ব্যাবহার না করার প্রচার,বিভিন্ন সময়ে অভিযানে বিভিন্ন দোকানদার, গ্রাহক কে প্লাস্টিক কেরিব্যাগ ব্যাবহার করার জন্য জরিমানা করা বিকল্প প্লাষ্টিক ব্যাগ ব্যবহার করার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ডিসিএম সনয় শীল,এবং টিবিএসই বোর্ডে ভালো ফলাফলের জন্য কৃতি ছাত্র দেবদত্তা ভৌমিক কে সংবর্ধিত করা হয়।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 09-07-2026, 01:09

সুপার লিগ ফুটবল : ভারতরত্নকে হারিয়ে প্রথম জয়ের মুখ দেখল সিমনা তামাকারী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সি ডিভিশন সুপার লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের চতুর্থ ম্যাচে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাব। টুর্নামেন্টের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তারা ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করেছে ভারতরত্ন সংঘকে। ম্যাচের প্রথমার্ধেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে জয়ের ভিত গড়ে নেয় সিমনা। ম্যাচের ২২ মিনিটে প্রভাস কুমার রিয়াংয়ের গোলে প্রথমে এগিয়ে যায় সিমনা তামাকারী। এর ঠিক ছয় মিনিট পরেই, অর্থাৎ ২৮ মিনিটে দলের ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সল জমাতিয়া। অন্যদিকে, দুই গোল খেয়ে ম্যাচ সময় ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে ভারতরত্ন সংঘ। প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে (৪৫+২ মিনিট) অ্যালেক্স ডারলংয়ের পায়ে একটি গোল শোধ করে খেলায় ফেরার ইঙ্গিত দেয় তারা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে দু'পক্ষই গোল করতে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলের ব্যবধানে মাঠ ছাড়ে সিমনা তামাকারী। চলতি সুপার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের কাছে ০-১ গোলে পরাজিত হয়ে অভিযান শুরু করতে হয়েছিল সিমনা তামাকারীকে। ফলে টুর্নামেন্টে টিকে থাকার লড়াইয়ে এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানো অত্যন্ত জরুরি ছিল তাদের জন্য। তবে এই ম্যাচটিতে ভারতরত্ন সংঘের ফুটবলারদের মধ্যে কিছুটা শৃঙ্খলাহীনতা লক্ষ্য করা গেছে। ম্যাচ চলাকালীন তাদের দলের তিনজন ফুটবলারকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখান।১৮ মিনিটে জুবিয়েল দেববর্মা, ৪৮ মিনিটে সেলেব ম্যালসন এবং ৬৭ মিনিটে রুবেল দেববর্মা কার্ডের তালিকায় নাম তোলেন। প্রথম ম্যাচে হারের পর এই জয়টি নিশ্চিতভাবেই সিমনা শিবিরের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে। তাদের পরবর্তী লক্ষ্য এখন এই জয়ের ধারা বজায় রেখে ইফফাই ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে পূর্ণ পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের সাফল্য সুনিশ্চিত করা।

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল টিসিএ-র ৪ টুর্নামেন্টের ১১টি ম্যাচ, বল গড়ানোর আগেই পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।রাজ্যে বর্ষার মরশুমে ফের একবার খলনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো বৃষ্টি। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) আয়োজিত চারটি গুরুত্বপূর্ণ ঘরোয়া টুর্নামেন্টের যে জমজমাট সূচি ছিল, তা পুরোপুরি ধুয়ে গেল লাগাতার বর্ষণে। আজ বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা ও শহরের মাঠগুলোতে একযোগে মোট ১১টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ২২টি দলের এই মেগা লড়াইকে ঘিরে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকলেও, সকাল থেকেই আবহাওয়া প্রতিকূল রূপ নেয়। বৃষ্টির জেরে পিচ এবং মাঠের আউটফিল্ড সম্পূর্ণ জলমগ্ন ও খেলার অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে, এমবিবি স্টেডিয়াম, টিআইটি গ্রাউন্ড, পিটিএ জিবি গ্রাউন্ডসহ বিভিন্ন প্রান্তের কোনো মাঠেই আজ একটি বলও গড়াতে পারেনি। আম্পায়ার ও ম্যাচ অফিসিয়ালরা মাঠ পরিদর্শন করে শেষ পর্যন্ত সবকটি ম্যাচই পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হন।আজকের এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে টুর্নামেন্টগুলোর নক-আউট ও লিগ পর্যায়ের পয়েন্ট তালিকায় বড়সড় প্রভাব পড়তে চলেছে। বিশেষ করে সিনিয়র পুরুষদের রাজ্য ক্রিকেটের 'এলিট গ্রুপ'-এ সদরের বিরুদ্ধে মোহনপুরের হেভিওয়েট লড়াই এবং ধর্মনগরে কৈলাশহর বনাম শান্তিরবাজারের ম্যাচ দুটিকে ঘিরে ক্রিকেট মহলে আলাদা নজর ছিল। একইভাবে সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেটের 'প্লেট গ্রুপ' এবং অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ম্যাচগুলোও ভেস্তে যাওয়ায় দলগুলোকে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। অন্যদিকে, আজই পর্দা নামার কথা ছিল সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লিগ পর্যায়ের। টিআইটি এবং পিটিএ গ্রাউন্ডের চারটি ম্যাচই বাতিল হয়ে যাওয়ায় বিদ্যাসাগর স্কুল, চলমান সংঘ বা বাধারঘাটের মতো দলগুলোর শেষ মুহূর্তের ভাগ্য নির্ধারণ থমকে গেল। মাঠের লড়াই এভাবে বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় স্বভাবতই হতাশ খেলোয়াড় থেকে শুরু করে ক্রিকেটপ্রেমী সকলেই।

বৃষ্টি ভিলেন : আজ টিসিএ-র দুটি টুর্নামেন্টে মাঠে নামছে ১০ দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। বৃষ্টি ভিলেন না হলে, রাজ্যে ক্রিকেটীয় উত্তেজনা বজায় রেখে আগামীকাল ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) আয়োজিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘরোয়া টুর্নামেন্টের মোট পাঁচটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মাঠের লড়াইয়ে আগামীকাল একযোগে নামছে বিভিন্ন মহকুমা ও শহরের মোট ১০টি দল। সিনিয়র স্তরের ক্রিকেটের পাশাপাশি অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ তারকাদের ম্যাচগুলোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে, সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেট (প্লেট গ্রুপ) টুর্নামেন্টের নবম ম্যাচটি আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে উদয়পুরের জামজুরি মাঠে, যেখানে শক্তিশালী বিলোনিয়া মুখোমুখি হবে খোয়াইয়ের বিরুদ্ধে। লিগের পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের অবস্থান মজবুত করার লড়াইয়ে দুই দলের কাছেই এই ম্যাচটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।অন্যদিকে, আগামীকাল অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জুনিয়রদের লড়াইয়ে একযোগে মোট চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এই বিভাগের প্রথম ম্যাচে আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে লংতরাই ভ্যালি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে গন্ডাছড়ার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচে তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে অমরপুর খেলতে নামবে সাব্রুমের মুখোমুখি হয়ে। এছাড়াও, নীপকো গ্রাউন্ডে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামবে মোহনপুর ও তেলিয়ামুড়া। মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে দিনের শেষ আকর্ষণীয় ম্যাচে বিশালগড় খেলবে কাঞ্চনপুরের বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে নক-আউটের সমীকরণ এবং লিগ পর্যায়ের ভাগ্য নির্ধারণে আগামীকালের এই পাঁচটি ম্যাচই দলগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাঠগুলো খেলার উপযোগী থাকলে আগামীকাল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আরও একটি জমজমাট ক্রিকেটীয় দিন উপভোগ করতে পারবেন সমর্থকরা।

আর্জেন্টিনার কাছে হেরে ক্ষিপ্ত মিশরের কোচ হাসান

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে দু'গোলে এগিয়ে গিয়েও বিশ্বকাপে হেরে গিয়েছে মিশর। বিদায় নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন দলের কোচের হোসাম হাসান। জানালেন, মেসিকে বিশ্বকাপে টিকিয়ে রাখতেই তাঁদের জোর করে হারানো হয়েছে। প্রতারণা করা হয়েছে তাঁদের সঙ্গে।সাংবাদিক বৈঠকে এসে কোনও রাখঢাক করেননি হাসান। বলেছেন, "কে কী মনে করল তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি সত্যি কথাটাই বলতে এসেছি। ভাল ভাল কথা বলতে এখানে আসিনি। আমাদের সঙ্গে অন্যায় ভাবে প্রতারণা করা হয়েছে। গভীর অবিচারের শিকার হয়েছি আমরা।''আর্জেন্টিনার তৃতীয় গোলটি করেন এনজো ফের্নান্দেজ। তবে মিশরের মতে, তার আগে তাদের পেনাল্টি পাওয়া উচিত ছিল। বক্সের মধ্যে হামদি ফাতিকে ফাউল করেছিলেন ম্যাক অ্যালিস্টার।হাসান বলেন, "ফেয়ার প্লে-কে কোনও রকম সম্মান দেখানোই হল না। পেনাল্টি বাতিল করে দেওয়া হল। ভার-ও পরীক্ষা করার প্রয়োজন মনে করল না। দ্বিতীয় গোল অদ্ভুত ভাবে বাতিল করা হয়েছে। সেখানেও ভার পরীক্ষা করা হয়নি। অথচ আমরা সবাই দেখেছিলাম কী ভাবে পিছন থেকে জার্সি ধরে টানা হয়েছে।''তিনি আরও বলেন, "রেফারি ভাল ছিলেন না। অবিচার করেছেন আমাদের সঙ্গে। শুরু থেকে আমাদের বিরুদ্ধে সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন। উনি চাননি আমরা জিতি। এই ম্যাচ চুরি করা হয়েছে। আমাদের দোষ ছিল না।"মেসিকে বিশ্বকাপে টিকিয়ে রাখতে বা বিশ্বকাপ জেতাতেই ফিফা এই কাজ করছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাসান। তাঁর কথায়, "ওরা বোধহয় বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে চায়। হয়তো চায় মেসি আরও কিছু ক্ষণ খেলুক। ফুটবলে কিছু বাইরের শক্তিও রয়েছে যাদের সামনে কৌশলগত বুদ্ধি কাজে লাগে না। আর্জেন্টিনা সমস্ত বিভাগে ফিফার সাহায্য পাচ্ছে।''হাসান জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের আর কোনও ম্যাচ তিনি দেখবেন না। বলেছেন, "বিশ্বকাপে আর কোনও ম্যাচ দেখতে চাই না আমি। কোনও ম্যাচের খবরও রাখতে চাই না। এটাই আমার প্রতিবাদ।"

রাজীব

● আটের পাতার পর

ছিল, আর এখন দেশে ১৭টি এইমস চালু রয়েছে।" তিনি বলেন, "দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও এই সময়ের মধ্যে শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে। আগরতলা থেকে এখন সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবা করিমগঞ্জ পর্যন্ত চালু করা হয়েছে এবং ভবিষৎতে গুয়াহাটি পর্যন্ত চালু করা হবে।" তিনি জানান, "ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য মোদীজি অনেক প্রকল্প চালু করেছেন। এর আগে রাজ্যে ১টি জাতীয় সড়ক ছিল, আর এখন রাজ্যের জন্য ৯টি জাতীয় সড়ক ঘোষণা করা হয়েছে। আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরের মত এত সুন্দর বিমানবন্দর উত্তর পূর্বের কোথাও নেই। সাব্রুম পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল চালু হয়ে গেছে। কৈলাসহর হয়ে আরও একটি বিকল্প রেলপথ নির্মাণ করার জন্য সমীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।" দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ শক্তিশালী করাই নরেন্দ্র মোদী'র সরকারের মূল মন্ত্র বলে উল্লেখ করেন রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. রতন দেব বলেন, "কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে সরকারের স্থায়ীত্বের উপর। আর একারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী'র ১২ বছরের কার্যকালে দেশের জিডিপি, মাথাপিছু গড় আয়ের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে।" পিএম জনধন যোজনা, পিএম গরিব কল্যাণ যোজনা, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া কিংবা পরিকাঠামোর উন্নয়নে গৃহিত ভারতমালা প্রজেক্টের মত একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের দৃষ্টান্ত তিনি সবিস্তারে তুলে ধরেন। লন্ডনভিত্তিক একজন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি তুলে ধরে ড. দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১২ বছরে দেশকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাতে আগামী ২০৪৭ মধ্যে ভারত সুপার পাওয়ার হয়ে উঠবে।

কৃয়কদের কল্যাণে গৃহিত একাধিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের সাফল্যের তথ্য তুলে ধরতে গিয়ে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত সহকারি অধিকর্তা দেবাশীষ লোধ বলেন, "কৃষকদের স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্ন-উভয়েরই সাথী এখন কেন্দ্রের বর্তমান সরকার। পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যদি হয় কৃষকদের স্বপ্ন, তবে ফসল বীমা যোজনা হল কৃষকদের দুঃস্বপ্নের সহায়। সারা দেশে ৯ কোটি ৪৪ লক্ষেরও বেশি কৃষক এখন পিএম কিষাণ সম্মান নিধির সাথে যুক্ত রয়েছেন, যাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।" কৃষকদের সাথে সরকার ও বিজ্ঞান যুক্ত হওয়ায় দেশে কৃষি এখন নতুন করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হয়ে উঠছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের অধ্যাপক শ্রী পরেশ দেবনাথ বলেন, "পিএম জনধন যোজনা, পিএম উজ্জ্বলা যোজনা, পিএম কৌশল বিকাশ যোজনা, পিএম এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম, প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ স্কিম, ইত্যাদির মাধ্যমে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মহিলা ও যুবকদের ক্ষমতায়ন করে চলেছে।" দেশের ১ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি যুবক যুবতীদের ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বিভিন্ন সহায়তা করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

যে সমস্ত বেকার বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অর্থের অভাবে নিজস্ব উদ্যোগ চালু করতে পারছেন না, বা উপযুক্ত নিশ্চয়তা দিতে না পারার কারণে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাচ্ছেন না, তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চালু করা মুদ্রা যোজনার কথা তুলে ধরেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তথা হেডলাইনস ত্রিপুরার কর্ণধার শ্রী প্রণব সরকার। এই মুদ্রা যোজনা প্রকল্পটিকে একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত দেশের ২ কোটি ১৬ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ী এই প্রকল্পে ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন। অনলাইন পোর্টালে আবেদন করে, কিংবা সরাসরি ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ করে কোনো সিকিউরিটি ছাড়াই এই প্রকল্পে ঋণ পাওয়া যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো আগরতলার উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী'র সরকারের ১২ বছরের কার্যকাল উপলক্ষে এদিনের এই বার্তালাপ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যের সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক ও অন্যান্যরা এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

রথযাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে কুমারঘাটে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৮ জুলাই: আসন্ন রথযাত্রা উৎসব কুমারঘাট মহকুমায় সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ কুমারঘাট মহকুমা শাসক কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কুমারঘাট পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস। উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান শংকর দেব, কুমারঘাট বিএসির চেয়ারম্যান তপনজয় রিয়াং, পেঁচারথল বিএসির চেয়ারম্যান সজল চাকমা, মহকুমা শাসক এন.এস. চাকমা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উৎপলেন্দু দেবনাথ, কুমারঘাট ও পেঁচারথলের বিডিওগণ সহ কুমারঘাট পুরপরিষদ, পূর্ত, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি, এন.এইচ.ডি.সি.এল., বিদ্যুৎ নিগম, রাজস্ব, পুলিশ, বন, অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের প্রতিনিধিগণ ও মহকুমায় রথযাত্রা উৎসবের বিভিন্ন আয়োজক কমিটির প্রতিনিধিগণ।সভায় প্রশাসন থেকে অনুরোধ করা হয় মহকুমায় রথযাত্রা উৎসব নিরাপদে ও সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজন করতে কিছু নিয়মাবলি মেনে চলার। বৈঠকে জানানো হয়, রথযাত্রা উৎসব আয়োজনের জন্য মহকুমা প্রশাসন থেকে আগাম অনুমোদন নিতে হবে। শোভাযাত্রায় উচ্চ স্বরবর্ধক যন্ত্রও ব্যবহার করা যাবে না। শোভাযাত্রার রোড ম্যাপ আগাম প্রশাসনকে জানাতে হবে। রথের উচ্চতা হতে হবে সর্বোচ্চ ১২ ফুট।সভায় আলোচনাক্রমে ঠিক হয় আগামী ১৬ জুলাই কুমারঘাট মহকুমায় বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটের মধ্যে রথযাত্রা উৎসবের শোভাযাত্রা সম্পন্ন করা হবে। সভার সভাপতি কুমারঘাট পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস রথযাত্রা উৎসব কুমারঘাট মহকুমায় সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলের কাছে আহ্বান রাখেন। পাশাপাশি প্রশাসনের নিয়মাবলিগুলি মেনে চলতেও অনুরোধ রাখেন।এদিকে, আসন্ন রথযাত্রা উৎসব যাতে সুশৃঙ্খল এবং সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সেই লক্ষ্যে আজ ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কার্যালয়ের সভা কক্ষে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ধর্মনগরের মহকুমা শাসক দেবযানী চৌধুরী। রথযাত্রায় পুণ্যার্থী ও জনগণের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে মহকুমা শাসক সভায় রথ নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারি নীতি-নির্দেশিকা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন।তিনি জানান যে, রথের উপরের পতাকা সহ রথের মোট উচ্চতা ৪.৫ মিটারের মধ্যে হতে হবে এবং রথ সম্পূর্ণভাবে কাঠের নির্মিত হতে হবে, যেখানে লোহা বা অন্য কোনো ধরণের ধাতুর ব্যবহার করা যাবে না। এর পাশাপাশি প্রতিটি রথযাত্রা কমিটিকে প্রশাসনের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। এই অনুমতি পত্রে রথযাত্রার সুনির্দিষ্ট রোড ম্যাপ অর্থাৎ রথ কোন কোন পথ দিয়ে যাতায়াত করবে তা উল্লেখ করতে হবে। আগামী ১২ জুলাইয়ের মধ্যে রথযাত্রা আয়োজন করার অনুমোদন পাওয়ার জন্য মহকুমা প্রশাসন কার্যালয়ে আবেদনপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে।মহকুমা শাসক আরও জানান যে, উৎসব চলাকালীন যেকোনো ধরণের জরুরি পরিস্থিতি বা প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করা হবে। সভায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার, ফায়ার ও ইমার্জেন্সি সার্ভিস, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম, পূর্ত, বন ও অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিক, এবং ধর্মনগরে যে যে মন্দিরের বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সকল মন্দির ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কমিটির প্রতিনিধিগণ।

আসছেন জোতিরাদিত্য

● প্রথম পাতার পর

ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার। এই কনক্লেভে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পর্যটন এবং সীমান্তবর্তী অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাইকমিশনারের এই সফর দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।এদিকে, ত্রিপুরায় শিল্প, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) একদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন(ডোনার) এবং যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া। সফরকালে তিনি আগরতলার হাঁপানিয়াস্থ আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত "ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬"-এ প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন।

এই কনক্লেভে রাজ্যের শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা, নীতিনির্ধারক এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শিল্পায়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, লজিস্টিক পরিকাঠামো এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণে কেন্দ্র সরকারের অগ্রাধিকার ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরবেন তিনি।সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬-এর মূল লক্ষ্য হল রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা, ব্যবসা ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করা এবং স্থানীয় শিল্পকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে আরও কার্যকরভাবে সংযুক্ত করা। পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্প বিকাশে গতি আনাও এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার এই সফরকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "অ্যাক্ট ইস্ট" নীতির বাস্তবায়ন এবং "বিকশিত উত্তর-পূর্ব" গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কেন্দ্র সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প, পর্যটন এবং বিনিয়োগ খাতে ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের মে মাসে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত "রাইজিং নর্থইস্ট ইনভেস্টরস সামিট ২০২৫"-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য প্রায় ৪.৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব আসে। এর মধ্যে শুধুমাত্র ত্রিপুরার জন্যই প্রায় ২৩,৮৬৭ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব জমা পড়ে। ওই সম্মেলনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যার অনেকগুলির বাস্তবায়ন ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।

সেই ধারাবাহিকতায় ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬-কে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন, নতুন বিনিয়োগ আহ্বান এবং রাজ্যে শিল্পোন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মার্গদর্শনে ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে এবং তথ্যপ্রযুক্তি, অর্থ, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর বিশ্বমানের ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং প্রগতিশীল নীতির মাধ্যমে একটি প্রাণবন্ত আইটি বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যা রাজ্যকে তথ্যপ্রযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করছে।এই লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর (ডিআইটি) ৯ ও ১০ জুলাই ২০২৬, আগরতলার হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬"-এ অংশগ্রহণ করতে চলেছে। এই বিশেষ বিনিয়োগ সম্মেলনটি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকগণ, বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিগণ, বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্মেলনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর একটি বিশেষ আইটি প্যাভিলিয়ন স্থাপন করবে, যেখানে ত্রিপুরার ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল বাস্তুতন্ত্র, বিনিয়োগের পরিকাঠামো এবং আইটি ও ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রে নীতি ইত্যাদি তুলে ধরা হবে। এই প্যাভিলিয়ন বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলির জন্য সুযোগ অন্বেষণ ও সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সিঙ্গেল-উইন্ডো হিসেবে কাজ করবে।

এই প্রদর্শনীতে আইটি পার্ক, ডেটা সেন্টার, ইনকিউবেশন ও ইনোভেশন পার্ক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), এভিজিসি-এক্সআর, স্টার্টআপ ও এন্টেপ্রেনারশিপ, বিপিও/কল সেন্টার, ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম ডিজাইন ও উৎপাদন (ইএসডিএম) এবং উদীয়মান প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি ত্রিপুরা স্টার্টআপ নীতি, ত্রিপুরা ডেটা সেন্টার নীতি এবং ত্রিপুরা আইটি/আইটিইএস নীতিও প্রদর্শিত হবে। এখানে ত্রিপুরার সফল স্টার্টআপগুলির কাহিনিও তুলে ধরা হবে।

দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বি২জি বৈঠক, বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে মতবিনিমযয়ের আয়োজন করা হবে, যেখানে একাধিক মউ স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দপ্তর বিভিন্ন রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ সম্মেলন ও বিনিয়োগকারীদের রোডশোতে অংশগ্রহণ করে ত্রিপুরাকে একটি উদীয়মান বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টাগুলি শিল্পক্ষেত্র থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে এবং ডিজিটাল পরিকাঠামো, আইটি পরিষেবা, ইলেকট্রনিক্স ও উদ্ভাবনী শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য ত্রিপুরার অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। এই বিনিয়োগ প্রচার ইতিমধ্যে উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল দিয়েছে। ৩০০, রও বেশি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং ৩৫টিরও বেশি মৌ ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এই সম্মেলনে আইটি ক্ষেত্র সম্পর্কিত ১০০.রও বেশি বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। সেলসফোর্স, সিটিআরএলএস ডেটাসেন্টারস লিমিটেড, ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল), এসইএএস বায়োটেক, ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেস রোবোটিক্স ল্যাবরেটরি (ডিএসআরএল) এবং টেলিকমিউনিকেশনস কনসালট্যান্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড (টিসিআইএল), এর মতো শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে বিনিয়োগ ও সহযোগিতায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

এই ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬,এ তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর নয়টি বিনিয়োগযোগ্য প্রকল্প তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছে, যথা অত্যাধুনিক আইটি পার্ক পরিকাঠামো হাব উন্নয়ন; ইনকিউবেশন ও ইনোভেশন পার্ক স্থাপন; ডেটা সেন্টার পরিকাঠামো স্থাপন; বিপিও ও কল সেন্টার হাব স্থাপন; ফিনটেক কার্যক্রম স্থাপন; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) উন্নয়ন হাব স্থাপন; অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস ও এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটি (এভিজিসি, এক্সআর) উৎপাদন ও দক্ষতা উন্নয়ন হাব; সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন ও ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম ডিজাইন এবং উৎপাদন (ইএসডিএম) সমন্বিত সুবিধা; এবং সাইবার সুরক্ষা পণ্য ও আইওটি সেন্সর নেটওয়ার্ক সম্বলিত প্রযুক্তি হাব।

রাজ্য সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর সম্প্রতি রাজ্যের ডিজিটাল বাস্তুতন্ত্র ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা প্রচারের লক্ষ্যে একাধিক জাতীয় পর্যায়ের বিনিয়োগ সম্মেলন ও বিনিয়োগকারীদের রোডশোতে অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ছিল নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬, নয়াদিল্লিতে ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা, বিজনেস মিট ২০২৬-এর বিনিয়োগকারী রোডশো এবং তারপরে হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি ও মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিনিয়োগকারী রোডশো। এই কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে ডিআইটি তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল পরিকাঠামো, আইটি সক্ষম পরিষেবা, উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগ বান্ধব নীতিতে ত্রিপুরার শক্তিমত্তা তুলে ধরেছে, যা শীর্ষস্থানীয় শিল্প, প্রযুক্তি অংশীদার ও বিনিয়োগকারীদের আকর্ষিত করেছে।

তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর প্রগতিশীল নীতি, মজবুত ডিজিটাল পরিকাঠামো, বিনিয়োগকারী সহায়তা এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ত্রিপুরার ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিনিয়োগকারী, শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ, স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তাদের ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬-এ আইটি প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করে ত্রিপুরার প্রদত্ত বিপুল সুযোগ অন্বেষণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

পালাল চালক!

● প্রথম পাতার পর

ওপর নিয়েই দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

পরে প্রতাপগড় স্টিল ব্রিজের সামনে এ এস আই বিপ্লব দত্তকে গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে চালক সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনায় আহত ট্রাফিক কর্মকর্তাকে উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় ট্রাফিক পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত গাড়িটির নম্বর শনাক্ত করেছে। এই ঘটনায় পশ্চিম আগরতলা থানায় ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত চালককে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।

ঘটনা সম্পর্কে ট্রাফিক বিভাগের ডি এস পি দুলাল দত্ত জানান, পথচারীকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগে গাড়িটি আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই সময় চালক কর্তব্যরত ট্রাফিক এ এস আইকে বনেটের ওপর তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। গাড়িটির পরিচয় শনাক্ত হয়েছে এবং মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য তদন্ত ও অভিযান চলছে।

সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ জুলাই: পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব শহর গড়ে তুলতে এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ বিলোনীয়ার শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়ামে "সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস, ২০২৬" বিষয়ক এক সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিলোনীয়া পুর পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পুর পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য-সদস্যা এবং পুর এলাকার সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বলেন, পরিবেশ দূষণ রোধ ও পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ে তুলতে প্রত্যেক নাগরিককে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি ওয়ার্ডভিত্তিক জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুর এলাকার বিভিন্ন স্থানে ডাস্টবিন স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ও বিশেষ সচিব ড. তমাল মজুমদার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রযোজ্য বিধি, বর্জ্য পৃথকীকরণ, সংগ্রহ, পুনর্ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুপ্রিম কোর্টের বিধির বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মোঃ সাজাদ পি এবং বিলোনীয়া পুর পরিষদের ভাইস-চেয়ারপার্সন শিখা নাথ।অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষায় সপ্তম স্থানাধিকারী দেবদত্ত ভৌমিক এবং বিলোনীয়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসিএম সঞ্জয় শীলকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক দেবজ্যোতি রায়। সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ।

জনগণনা ২০২৭ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে অমরপুরে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: অমরপুরে জনগণনা ২০২৭ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে আজ অমরপুর মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দাস, অমরপুর বিএসি''র চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়া, মহকুমা শাসক অনুপম চক্রবর্তী, এই গণনা কাজের সাথে যুক্ত সুপারভাইজার ও এনুমেরেটরগণ।

সভায় মহকুমা শাসক অনুপম চক্রবর্তী জনগণনা ২০২৭ এর প্রথম পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও নির্দেশিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি এই জনগণনার কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন। মহকুমা শাসক জানান, আগামী ১৭ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত সময়ে জনগণনা ২০২৭ এর অঙ্গ হিসেবে সেলফ এনুমেরেশান প্রক্রিয়া চলবে। এছাড়া ১ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে এনুমেরেটরগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এজন্য অমরপুর নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ৪ জন সুপারভাইজার এবং ২৪ জন এনুমেরেটর নিযুক্ত করা হয়েছে।

কৈলাসহর হয়ে বিকল্প রেলের সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন ঃ রাজীব

আগরতলা, ৮ জুলাই: "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী'র গত ১২ বছরের শাসনকালে দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রদেয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ত্রিপুরাতে হীরা মডেলের বাস্তবায়ন হয়েছে। কৈলাসহর হয়ে আগরতলা পর্যন্ত আরও একটি বিকল্প রেলপথ নির্মাণের জন্য সমীক্ষার কাজও সম্পন্ন হয়ে গেছে।" আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো'র (পিআইবি) উদ্যোগে আয়োজিত মিডিয়া কর্মশালা "বার্তালাপ'-এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেছেন রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য।
কর্মশালায় সরকারের ১২ বছরের কার্যকালের বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে সাংসদ শ্রী ভট্টাচার্য বলেন, "এই ১২টি বছর ছিল মানুষের বিশ্বাসের বছর, ভরসার বছর, কল্যাণের বছর, উন্নয়নের বছর, সুরক্ষার বছর, ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বছর।" এই প্রসঙ্গে "মেক ইন ইন্ডিয়া", "ভোকাল ফর লোকাল' সহ কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহিত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর কথাও আলোচনায় তুলে ধরেন তিনি।
সাংসদ শ্রী ভট্টাচার্য বলেন, "অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করে তোলার স্বার্থে ২০১৪ সালে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমেই গরীবদের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পিএম জনধন যোজনায় আওতায় তখন জিরো ব্যালেন্সে ৫৮ কোটি'রও বেশি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল, যার মধ্যে ৩২ কোটিরও বেশি ছিলেন মহিলা। ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে তখন প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা জমা পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর ওই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল গরিবদের টাকা যাতে সরাসরি ডিবিটি'র মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।"
তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী'র গৃহিত দ্বিতীয় বড় সিদ্ধান্তটি ছিল ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া। এরফলে অনলাইনে লেনদেনের সুবিধা বাড়ে। বর্তমানে ইউপিআই এর মাধ্যমে প্রতিদিন ৭৫ কোটি টাকারও বেশি অর্থ লেনদেন হয়। এখন চায়ের দোকান থেকে সর্বত্র ডিজিটাল লেনদেন হচ্ছে। ভারতের ডিজিটাল লেনদেন এর ব্যবস্থা এখন ১০টির বেশি দেশ গ্রহণ করতে চাইছে।" শ্রী ভট্টাচার্য জানান, "এখন পর্যন্ত পিএম আবাস যোজনায় দেশে ৩ কোটিরও বেশি পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০২৮-২৯ সালের মধ্যে আরও ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ পাকা বাড়ি নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুদ্রা যোজনায় ৫৭ কোটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ৩৯ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বলা যোজনায় দেশের ১০ কোটি গরিব পরিবারকে বিনামূল্যে গ্যাসের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। স্ব ভারত মিশন প্রকল্পে ১১ কোটিরও বেশি বাড়িতে শৌচালয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।"
শ্রী ভট্টাচার্য বলেন, "গরিব কৃষকরা যাতে মধ্যস্বত্বঃভোগীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন তারজন্য ফসলের উপর নূন্যতম সহায়ক মূল্য ধার্য্য করা হয়েছে। এছাড়া, পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প চালু করে প্রত্যেক গরিব কৃষকদের অ্যাকাউন্টে বছরে ৬ হাজার টাকা প্রদান করা হচ্ছে। আয়ুষ্মান প্রকল্পে প্রত্যেক গরিব পরিবারকে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার আগে সারা দেশে ৭টি এইমস

☛ ৭ এর পাতায় দেখুন

অসুস্থ রাজেশ ও তাঁর মায়ের ন্যায়বিচারের আবেদন

আগরতলা, ৮ জুলাই: প্রতাপগড় মণ্ডলের অন্তর্গত আড়ালিয়া এলাকায় জমি দখল ও বেআইনি মিউটেশনের অভিযোগ তুলে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন কিডনি রোগে আক্রান্ত রাজেশ সাহা ও তাঁর মা মিনতি রানী সাহা। দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে নিজেদের মালিকানাধীন জমি বিক্রি করতে গিয়ে সেটি অন্যের নামে মিউটেশন হয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং জমি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।
অভিযোগ অনুযায়ী, ১৯৯২ সালে মিনতি রানী সাহা রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে আড়ালিয়া এলাকায় একটি জমি ক্রয় করেন। জমি কেনার কিছুদিন পরেই রাজেশ সাহার বাবার মৃত্যু হলে পরিবারটি আর্থিক সংকটে পড়ে। পরবর্তীতে অন্যত্র বসবাস শুরু করায় দীর্ঘদিন জমিটির মিউটেশন করা সম্ভব হয়নি। রাজেশ সাহার অভিযোগ, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ২০১৫ সালে ভজন দাস নামে এক ব্যক্তি বেআইনিভাবে ওই জমি নিজের নামে মিউটেশন করিয়ে নেন এবং জমির দখলও নিয়ে নেন।
এদিকে, ২০২১ সালে রাজেশ সাহা কিডনির গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী উন্নত চিকিৎসার জন্য অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় পরিবারের একমাত্র সম্বল ওই জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু জমির নথি সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, সরকারি রেকর্ডে জমিটি অন্যের নামে নথিভুক্ত রয়েছে।
এরপর বিষয়টি নিয়ে সদরের এসডিএমের কাছে তথ্যের অধিকার (আরটিআই) আইনে আবেদন করেন রাজেশ সাহা। তাঁর দাবি, আরটিআইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে জমির প্রকৃত মালিক হিসেবে তাঁর মা মিনতি রানী সাহার নাম থাকলেও জমির দখল অন্য ব্যক্তির কাছে রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজেশ সাহা বলেন, তিনি একজন কিডনি রোগী এবং তাঁর মাও অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য নিজেদের জমি বিক্রি করতে চাইলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে জমির নথি পরিবর্তন করে তাঁদের সম্পত্তি দখল করা হয়েছে। এছাড়া মঙ্গলবার এলাকার কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তিকে নিয়ে জমিটি পরিদর্শনে গেলে অভিযুক্ত ভজন দাস ও তাঁর সহযোগীরা তাঁদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন রাজেশ সাহা। এই ঘটনায় তিনি আহত হন এবং বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কাছে পৃথক অভিযোগ দায়ের করেছেন।
রাজেশ সাহা ও তাঁর মা মিনতি রানী সাহা প্রশাসনের কাছে জমিটি ফিরিয়ে দেওয়া, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি বিষয়টিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও কামনা করেছেন তাঁরা।

আইজিএমে অন্তঃসত্ত্বার মৃত্যু

তদন্তে মানবাধিকার কমিশন

আগরতলা, ৮ জুলাই: আইজিএম হাসপাতালে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়ো মোটো) মামলা গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন (টিএইচআরসি)। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিয়ে কমিশন স্বাস্থ্য দফতরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং সম্ভাব্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
গত ৩০ মে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, হাসপাতালে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের অনুপস্থিতির কারণে ওই অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃত্যু হয়েছে। প্রতিবেদনে আইজিএম হাসপাতালের জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবার মান এবং চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগও উঠে আসে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তার কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করে।
কমিশনের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তা স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন না করে, যে প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগে ঘটনাটি ঘটেছে সেই বিভাগের চিকিৎসকদের তৈরি করা রিপোর্টই কমিশনের কাছে পাঠিয়েছেন। এতে ঘটনার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায় বলে মন্তব্য করেছে কমিশন।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট অনুযায়ী, অমতলী এলাকার বাসিন্দা পঙ্কজ দেবনাথের স্ত্রী বিভা দেবনাথ (৩৩) গত ২৮ মে পেটব্যথা ও প্রস্রাবের সমস্যার কারণে আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করে জরুরি ভিত্তিতে লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন (এলএসসিএস) করার পরামর্শ দেন এবং জরায়ু ফেটে যাওয়া, অপরিণত প্রসব ও মৃত সন্তান জন্মের মতো ঝুঁকির বিষয়টি পরিবারকে জানানো হয়।
রিপোর্টে আরও দাবি করা হয়েছে, বিভা দেবনাথ ও তাঁর স্বামী অস্ত্রোপচারের জন্য সম্মতি দেননি এবং 'ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ' পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হাসপাতালের দাবি, সারা রাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণরত চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। ২৯ মে ভোরে তাঁকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গেলে দ্রুত পুনরুজ্জীবনের (রিসাসিটেশন) পাশাপাশি উন্নত জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা শুরু করা হয়। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে সকাল প্রায় ৬টায় তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আরও অভিযোগ করেছে, মৃত্যুর পর প্রায় একশো মানুষ প্রসূতি বিভাগের বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান, চিকিৎসক ও নার্সদের হুমকি দেন এবং রোগীর বেড-হেড টিকিটসহ গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি ছিনিয়ে নেন। পরে পুলিশ কিছু নথি উদ্ধার করলেও সেগুলিও আবার নার্সিং কর্মীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে কমিশন জানিয়েছে, হাসপাতালের রিপোর্টে এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা নেই যে রোগীর অবস্থা সংকটজনক হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কেন উচ্চতর চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার করা হয়নি অথবা অস্ত্রোপচার সম্ভব না হলে বিকল্প চিকিৎসার ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করা হয়নি। এই বিষয়গুলি চিকিৎসকদের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে বলে কমিশন পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেছে।
হাসপাতালের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন তাদের তদন্ত শাখাকে স্বাধীনভাবে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এক মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী শুনানি হবে এবং চিকিৎসায় গাফিলতি বা রোগীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে কি না, তা কমিশন নির্ধারণ করবে।

বিভ্রান্তিকর খাদ্য লেবেলিংয়ের অভিযোগে ইন্ডিয়াকে নোটিশ এফএসএসএআই'র

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই: খাদ্যপণ্যের লেবেলিং ও বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্তিকর দাবি এবং নিয়মবহির্ভূত প্রি-প্রিন্টেড লেবেল ব্যবহারের অভিযোগে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই) লট্টে ইন্ডিয়া কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড-কে শো-কজ নোটিশ জারি করেছে।
এফএসএসএআই-এর নোটিশে বলা হয়েছে, সংস্থাটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার পূর্বানুমতি ছাড়াই তাদের পুরনো কর্পোরেট নাম সম্বলিত প্রি-প্রিন্টেড লেবেল বিভিন্ন পণ্যে ব্যবহার করেছে। পাশাপাশি একাধিক পণ্যের লেবেল এবং প্রচারমূলক দাবিতে খাদ্য নিরাপত্তা ও মান সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগও উঠেছে।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, 'লট্টে চোকো পাই'-এর বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টে ব্যবহৃত "১০০ শতাংশ ভেজিটেরিয়ান" দাবি বিভ্রান্তিকর বলে মনে করেছে এফএসএসএআই। এছাড়া 'পেপেরো ক্রাঞ্চি বিস্কুট স্টিকস' এবং 'পেপেরো অরিজিনাল বিস্কুট স্টিকস'-এর লেবেলে বাধ্যতামূলক পুষ্টিগত তথ্যের ঘাটতি পাওয়া গেছে।
এছাড়াও 'ললি ব্লিস' ললিপপে নির্ধারিত ভিটামিনের মান বজায় রাখা হয়নি বলে অভিযোগ। সংস্থার 'ফ্রুইটজ' কনফেকশনারি পণ্যগুলিতে প্রকৃত ফল না থাকা সত্ত্বেও ফলের নাম ব্যবহার করে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ধরনের পণ্যে বাধ্যতামূলক সতর্কীকরণ বার্তাও অনুপস্থিত ছিল বলে জানিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
এফএসএসএআই আরও জানিয়েছে, 'সফট অ্যান্ড ফ্রেশ ক্রিম বান পাইনঅ্যাপল' পণ্যের প্যাকেটে "১০০ শতাংশ ন্যাচারাল", "নো প্রিজারভেটিভস", "পিওর" এবং "ফ্রেশ"-এর মতো দাবি করা হলেও পণ্যের উপাদান তালিকায় প্রিজারভেটিভ (আইএনএস ২৮২), কৃত্রিম খাদ্য রং (আইএনএস ১১০) এবং অতিরিক্ত ফ্লেভারিং উপাদানের উপস্থিতি উল্লেখ রয়েছে। ফলে এসব দাবি বিভ্রান্তিকর বলে মনে করছে সংস্থাটি।
এছাড়া 'প্রিমিয়াম চকোলেট' নামে বাজারজাত একটি পণ্যে কোকো বাটারের পরিবর্তে হাইড্রোজেনেটেড ভেজিটেবল ফ্যাট ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু খাদ্যমান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ঘোষণা সেখানে করা হয়নি। পাশাপাশি প্রস্তাবিত দৈনিক পুষ্টিমান (আরডিএ) এবং উপাদান সংক্রান্ত ঘোষণাতেও একাধিক ত্রুটি ধরা পড়েছে।
এফএসএসএআই লট্টে ইন্ডিয়াকে সাত দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং জানতে চেয়েছে কেন তাদের বিরুদ্ধে খাদ্য নিরাপত্তা ও মান আইন, ২০০৬ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হলে সংস্থাটির বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে নোটিশে সতর্ক করা হয়েছে।

১০ দফা দাবিতে যুবরাজনগরে সিপিআই(এম)এর গণডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জুলাই: জনস্বার্থমূলক ১০ দফা দাবিতে বুধবার যুবরাজনগর আর.ডি. ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) কাছে গণডেপুটেশন প্রদান করে সিপিআই(এম)। প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে মিছিলের মাধ্যমে বিডিও কার্যালয়ে পৌঁছে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।
স্মারকলিপিতে বছরে ২০০ দিনের কর্মসংস্থান ও দৈনিক ৫০০ টাকা মজুরি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রকৃত উপভোক্তাদের অন্তর্ভুক্তি, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, ভাঙাচোরা রাস্তা সংস্কার, বিধবা, বার্ধক্য ও প্রতিবন্ধী ভাতা দ্রুত অনুমোদন ও নিয়মিত প্রদানের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি কৃষকদের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশকে ভর্তুকি, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ এবং অচল লিফট ইরিগেশন প্রকল্প দ্রুত চালুর দাবিও তোলা হয়।
এছাড়া জন্ম শংসাপত্র, পারিবারিক বিভাজন ও ফ্যামিলি রেজিস্টার সংক্রান্ত পরিষেবায় হয়রানি বন্ধ, নির্ধারিত সময়ে পরিষেবা প্রদান, বিদ্যুতের ফিক্সড চার্জ ও মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবিও স্মারকলিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
ডেপুটেশন শেষে প্রসন্ন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিতাভ দত্ত, উত্তর ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে, ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায়, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ এবং বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন।
নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও কৃষিকাজের স্বার্থে উথাপিত দাবিগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন জরুরি। প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তারা। এদিকে, বিডিও স্মারকলিপি গ্রহণ করে বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেন। কর্মসূচিতে প্রসন্ন ত্রিপুরা, সমিরণ দাস, হরকুমার নাথসহ বহু নেতাকর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

শ্লীলতাহানি ও অপহরণের চেষ্টার মামলায় এক বছরের কারাদণ্ড

কৈলাসহর, ৮ জুলাই : শ্লীলতাহানি এবং অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে ফয়দুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে উনকোটি জেলা আদালত। জরিমানার অর্থ অনাদায়ে তাঁকে আরও দুই মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। বুধবার বিকেলে উনকোটি জেলা আদালতের জেলা বিচারক পি. কুমার এই রায় ঘোষণা করেন।
উনকোটি জেলা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর তথা আইনজীবী সুনির্মল দেব বলেন, দোষী সাব্যস্ত ফয়দুর রহমান কৈলাসহরের ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় রাজমিস্ত্রীর সহকারী। ২০২০ সালে তিনি কৈলাসহর পুরপরিষদের কালিপুর এলাকায় একটি বাড়ির নির্মাণকাজে যুক্ত ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় তিনি ভুয়া পরিচয়ে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেন এবং বাড়ির এক মহিলার মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে তাঁকে নিয়মিত ফোন করে উত্যক্ত করতে শুরু করেন। মহিলা তাঁর নম্বর ব্লক করে দিলে অভিযুক্ত কৌশলে ওই মহিলার ভাসুরের মেয়ের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে তাঁকেও নিয়মিত ফোনে উত্যক্ত ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে বলে অভিযোগ।
মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০২২ সালের ২৫ মে ড্রাইভিং স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে কালিপুর এলাকায় ওই তরুণীর পথরোধ করে অভিযুক্ত। অভিযোগ, সে তরুণীকে জোরপূর্বক অপহরণের চেষ্টা করে এবং শ্লীলতাহানিও করে। কোনওরকমে অভিযুক্তের কবল থেকে পালিয়ে বাড়িতে ফিরে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানান ওই তরুণী।
পরদিন পরিবারের ব্যস্ততার কারণে থানায় অভিযোগ দায়ের সম্ভব না হলেও, ২০২২ সালের ২৭ মে কৈলাসহর মহিলা থানায় ফয়দুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি কেএলএস/ডব্লিউপিএস/১৭/২০২২ নম্বরে নথিভুক্ত হয়। তদন্তভার পান সাব-ইন্সপেক্টর শিবানী দেববর্মা। তদন্ত শেষে ২০২২ সালের ১৪ জুন আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়।
মামলার শুনানিকালে অভিযোগকারী, নির্যাতিতা, এক পুলিশ কনস্টেবল, তদন্তকারী আধিকারিক শিবানী দেববর্মা এবং অভিযোগপত্র লেখকসহ মোট পাঁচজন সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে এই সাজা ঘোষণা করে।
সাংবাদিক সম্মেলনে পাবলিক প্রসিকিউটর সুনির্মল দেব বলেন, তদন্তকারী আধিকারিক শিবানী দেববর্মার নিষ্ঠাবান তদন্ত ও নির্ভুল চার্জশিটের ফলেই আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং অভিযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

সরকারের মূল লক্ষ্য চিকিৎসার ব্যয় কমিয়ে ত্রিপুরাতেই উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হলো রাজ্যের মানুষের চিকিৎসার ব্যয় কমিয়ে ত্রিপুরাতেই উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা। বৃহৎ অংশের মানুষের কথা চিন্তা করে রাজ্যে যথা সম্ভব উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৬৯তম পর্বে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মানুষ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যে অনেক উন্নত হয়েছে তার প্রমাণ হাতেনাতে পাওয়া যাচ্ছে। আগে যে সমস্ত রোগের জন্য বহিরাজ্যে ছুটতে হতো তা অনেক ক্ষেত্রেই এখন সেসব রোগের চিকিৎসা আগরতলাতেই হচ্ছে। কোনও ক্ষেত্রে যদি একান্তই রাজ্যে চিকিৎসা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে দিল্লি এইমসের মতো নামকরা সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। জিবি হাসপাতালে যে টেলিমেডিসিন বিভাগটি আছে তার মাধ্যমে অনেক রোগীকেই উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।
প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও অনেকেই আজ নানাবিধ সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে অংশ নেন। এদের অধিকাংশই ছিল চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা। মুখ্যমন্ত্রী এই সমস্ত সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শুনে এগুলির সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং নির্দেশ দিয়েছেন। সন্তানের জটিল রোগের চিকিৎসায় সাহায্যের আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ এসেছিলেন ধলাই জেলার আমবাসার রূপালি নমঃশূদ্র। কৈলাসহরের ধনবিলাস গ্রাম থেকে বিকাশ দেববর্মার জটিল রোগের চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে তার স্ত্রী, উত্তর ত্রিপুরা জেলার আব্দুল হোসেন এসেছিলেন তার স্ত্রীর জটিল রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য। একই সঙ্গে খোয়াই জেলার পশ্চিম সোনাতলা থেকে প্রবীর বর্মন তার ছেলের দুই চোখের জটিল রোগের চিকিৎসায় সহায়তায় আবেদন নিয়ে, উনকোটি জেলার ফটিকরায় থেকে গায়েত্রী ভট্টাচার্য এসেছিলেন খাদ্যনালির জটিল রোগের চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি নিয়ে।
মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যার কথা শুনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এরমধ্যে দু''জনকে দিল্লির এইমসে নিয়ে চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে আধিকারিকদের বলেন।
মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৬৯তম পর্বে আগরতলার প্রতাপগড় থেকে সিতু সাহা ছেলের জটিল রোগের চিকিৎসায় সহায়তার জন্য, সাজু ঋষিদাস মেয়ের জটিল রোগের চিকিৎসায় সহায়তার জন্য, টাউন প্রতাপগড় থেকে ববিতা সাহা তার মেয়ের চোখের চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যার কথা শুনে স্বাস্থ্য দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেন।
এছাড়া আগরতলার মাস্টার পাড়ার সঙ্গীতা ধর স্বামীর ক্যান্সারের চিকিৎসায় সহায়তা করার জন্য, নরসিংগড়ের ঝুমুর শীল ভৌমিক তার পেনশনের সমস্যা হওয়ায় সে বিষয়ে সহযোগিতার আর্জি নিয়ে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। একই সঙ্গে বনমালিপুর থেকে রেবিকা দেববর্মা তার দিদিমার ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য, আগরতলার জয়নগর থেকে অর্পিতা চক্রবর্তী সন্তানের জটিল রোগের চিকিৎসায় সহায়তার জন্য, টাউন বড়দোয়ালি থেকে নোটন দাস তার স্ত্রীর জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যার কথা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর থেকে মমতা নাথ এসেছিলেন স্বামীর জটিল রোগের চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে শান্তিব্রত পালের অভিভাবকরা শান্তিব্রতের কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য, বাইখোড়ার টুটন দেবনাথ চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সহায়তার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এছাড়া মহারাজগঞ্জ বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকেও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যার কথা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।
আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা দেবাশ্রী দেববর্মা, জিবি এবং আইজিএম হাসপাতালের মেডিকেল সুপার সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

খামারবাড়ি রাস্তায় চরম দুর্ভোগ, কাদা-জলে নিত্য ঝুঁকি নিয়ে চলাচল ৮০-৯০ পরিবারের

তেলিয়ামুড়া, ৮ জুলাই : রাস্তা নয়, যেন নরকযন্ত্রণা। সামান্য বৃষ্টিতেই কাদা ও জলমগ্ন হয়ে পড়ছে গোটা রাস্তা। প্রতিদিন জীবন হাতে নিয়ে এই ভাঙাচোরা পথ দিয়েই যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কখনও মোটরবাইক, কখনও চারচাকা গাড়ি, আবার কখনও সাইকেল নিয়ে চলাচল করতে গিয়ে নিত্যদিনই দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ভুগছেন এলাকাবাসী।
ঘটনাটি মোহনভোগ আরডি ব্লকের অন্তর্গত কলমক্ষেত গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের খামারবাড়ি এলাকার। প্রায় ৮০ থেকে ৯০টি পরিবারের একমাত্র ভরসা এই রাস্তা। কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে বর্তমানে রাস্তার অধিকাংশ অংশই বেহাল অবস্থায় পৌঁছেছে। কোথাও বড় বড় গর্ত, কোথাও আবার কাদা ও জল জমে রাস্তার অস্তিত্বই প্রায় মুছে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনের কাছে রাস্তা সংস্কার এবং পাকা ঢালাই রাস্তা নির্মাণের দাবি জানানো হলেও আজ পর্যন্ত কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে বছরের পর বছর দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।
বাসিন্দাদের দাবি, আগে রাস্তায় ইটের সলিং থাকলেও দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন তার কোনও চিহ্নই নেই। সামান্য বৃষ্টিতেই পুরো রাস্তা কাদার সাগরে পরিণত হয়। এতে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, চাকরিজীবী, কৃষক, অসুস্থ রোগীসহ সকলের যাতায়াতে চরম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি যেন প্রশাসনের নজরের বাইরেই থেকে গেছে। দ্রুত রাস্তা সংস্কার করে স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এক নিমিষে নিভে গেল তরতাজা প্রাণ জুরি নদীতে মর্মান্তিক মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে জুরি নদীতে তলিয়ে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত যুবকের নাম শিবম দেবনাথ (২১)। তিনি ধর্মনগর পুর পরিষদের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের পদ্মপুর মহাদেব রোড এলাকার বাসিন্দা।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন সকালে প্রতিদিনের মতো বাড়ি থেকে বের হয়ে পাশের জুরি নদীর ধারে যান শিবম। পরিবারের দাবি, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মৃগী রোগে ভুগছিলেন। নদীর পাড়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ খিঁচুনি শুরু হলে তিনি ভারসাম্য হারিয়ে নদীতে পড়ে যান এবং জলে তলিয়ে যান।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের 'স্বর্ণ অক্ষয় অফার ২০২৬'-এর বিজয়ীদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

আগরতলা, ত্রিপুরা: স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের বহুল জনপ্রিয় 'স্বর্ণ অক্ষয় অফার ২০২৬'-এর মেগা লাকি ড্র ও বাম্পার লাকি ড্র-এর বিজয়ীদের সম্মাননা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। টানা তিন দিন ধরে আগরতলা, উদয়পুর এবং ধর্মনগরে অবস্থিত স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের শোরুমে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ, যিনি নিজ হাতে বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক শ্রী জয় নাগ ও শ্রী দিবাকর নাগ, পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ

এবং স্বর্ণকমল পরিবারের সদস্যরা।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ সকল বিজয়ীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং দীর্ঘদিন ধরে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের প্রতি আস্থা, ভালোবাসা ও নিরন্তর সমর্থনের জন্য ত্রিপুরাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'স্বর্ণ অক্ষয় অফার ২০২৬'-এ গ্রাহকদের অভূতপূর্ব সাড়া প্রমাণ করে যে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ও ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও আত্মীয়তার বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়েছে। ভবিষ্যতেও প্রতিষ্ঠানটি সর্বোচ্চ মানের গুণগত মান, বিশুদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং সর্বোত্তম গ্রাহকসেবা নিশ্চিত

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas